30 Years

aabha
IVF & Gynaecological Expert

ব্লসম

নিউজ লেটার

জানুয়ারি, 2025

এডিশন 1 | ভলিউম 3

বিশেষ 30তম বার্ষিকী সংখ্যা

সেবার ঐতিহ্য: আভা সার্জি সেন্টারের 30 বছরের পথচলা

বত্রিশ বছর আগে আমি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম: লন্ডনে আমার প্রতিষ্ঠিত গাইনোকোলজির প্র্যাকটিস এবং সফল ক্যারিয়ার চালিয়ে যাব, নাকি আমার শহর কলকাতায় ফিরে এসে এমন কিছু মানুষকে সেবা দেব, যাদের সত্যিই আমার সহায়তার প্রয়োজন, অথচ সেখানে আমাকে কেউ চিনত না। কলকাতায় ফেরার সিদ্ধান্ত আমার জীবনকে এমনভাবে বদলে দিয়েছে, যা আমি কখনো কল্পনাও করিনি।

কলকাতায় ফিরে আসার পর আমার ডঃ কঙ্কনের সঙ্গে পরিচয় হয়, যিনি শুধু আমার জীবনসঙ্গী নন, বরং আমার সবচেয়ে বড় সহযোগীও। আমরা একসঙ্গে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম—মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য স্থান তৈরি করার। যেখানে সহানুভূতি, দক্ষতা ও সবার জন্য সেবার সুযোগ থাকবে। আমাদের কোনো ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ছিল না এবং সম্পদও ছিল সীমিত। তবুও আমাদের সংকল্প অটুট ছিল। আজ 30 বছর পর, 1 লাখেরও বেশি অপারেশন এবং অগণিত সাফল্যের গল্পের পর, আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে এটি আমার জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত।

যেদিন আমরা আভা সার্জি সেন্টারের দরজা প্রথমবার খুলেছিলাম, সেই দিনের স্মৃতি আমার খুব প্রিয়। আমাদের শুরুটা ছিল খুব সাধারণ কারণ সেটা আমার দাদুর পুরনো বাড়ির ছোট একটি ক্লিনিক থেকে। আমরা সেই বাড়ির ঘরগুলোকে চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করেছিলাম। বেশিরভাগ যন্ত্রপাতি পুরনো ছিল বা আমার শ্বশুরমশাই ডঃ কে.কে. দাসের দেওয়া উপহার। প্রথমে রোগীরা কম আসতেন, অনেকেই আমাদের সক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করতেন। তবে যা আমাদের কাছে ছিল না, তা আমরা পূরণ করেছিলাম আমাদের স্বপ্ন এবং সেবা দিয়ে।

সেই প্রথম দিকের একটি স্মৃতি আজও আমার মনে গেঁথে আছে। এক দম্পতি আমাদের ক্লিনিকে এসেছিলেন তাদের বছরের পর বছরের হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতা, সমাজের সমালোচনা এবং অর্থনৈতিক সমস্যার বোঝা নিয়ে। বহু চিকিৎসকের কাছে গিয়ে তারা শুনেছিলেন যে তাদের কখনো বাবা-মা হওয়া সম্ভব নয়। আমরা তাদের বিস্তৃত পরামর্শের পর বুঝতে পারি যে তাদের ক্ষেত্রে গর্ভাশয়ের ক্ষত এবং কম শুক্রাণুর সংখ্যা জটিল সমস্যা তৈরি করেছে। তবুও তারা আমাদের উপর শেষ ভরসা করেছিলেন।

আমরা একটি বিশেষ চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করি, যেখানে আইভিএফ এবং উন্নত চিকিৎসার সমন্বয় ছিল। এটি ছিল উদ্বেগময় দিন ও বহু প্রক্রিয়ায় ভরা একটি পথ, কিন্তু তারা ধৈর্য ধরে লেগে ছিলেন। কয়েক মাস পরে, আমি অপারেশন থিয়েটার থেকে তাদের ছোট্ট শিশুকে বের করে নিয়ে আসি। শিশুটিকে তাদের হাতে দেওয়ার সময় সেই সদ্য বাবা হওয়া ভদ্রলোক কেঁদে ফেলেন, তার চোখে ছিল কৃতজ্ঞতা, স্বস্তি এবং তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বপ্ন পূরণের অনুভূতি। সেই মুহূর্তটি আমাকে আবার মনে করিয়ে দেয় কেন আভা সার্জি সেন্টার বিদ্যমান, শুধুমাত্র চিকিৎসার জন্যই নয়, বরং এমন এক কেন্দ্র হিসেবে যেখানে অসম্ভবের মধ্যেও আশা জাগানো যায়।

আভা সার্জি সেন্টার শুধু চিকিৎসা দক্ষতার উপর দাঁড়ায়নি। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুটি অসাধারণ ব্যক্তির মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে: আমার শ্বশুরমশাই, ডঃ দাস এবং আমার পরামর্শদাতা ডঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী। ডঃ চক্রবর্তীর উপদেশ ছিল, “সাশ্রয়ী চিকিৎসা দেওয়ার উপর মনোযোগ দাও, সফলতা নিজে থেকেই আসবে।” এই নীতি এখনও আমাদের পথপ্রদর্শক। আজও আমরা প্রতি বছর বহু দম্পতিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিয়ে এই মূল্যবোধকে বজায় রাখি।

আমাদের এই যাত্রা সহজ ছিল না। ভারতে যখন আমরা কাজ শুরু করি, তখন আইভিএফ একটি নতুন ধারণা ছিল। অনেক মানুষ এই পদ্ধতি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতেন। রাতের পর রাত আমি না ঘুমিয়ে প্রচারপত্র তৈরি করেছি, যাতে মানুষকে এই চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন করা যায়। ধীরে ধীরে সচেতনতা বেড়েছে, আর রোগীরা তাদের সফলতার গল্প বলতে শুরু করার পর আভা নারীদের স্বাস্থ্য সেবায় একটি বিশ্বাসযোগ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এই পথচলাকে সত্যিকারের অর্থপূর্ণ করেছে বহু প্রজন্ম ধরে অর্জিত বিশ্বাস। যারা একসময় আমাদের কাছে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা করিয়েছিলেন, আজ তারা তাদের মেয়েদের আমাদের কাছে গাইনোকোলজির চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। এই সম্পর্কগুলো শুধু চিকিৎসার নয়, এটি তাদের পারিবারিক গল্পের একটি অংশ হয়ে গেছে।

আমাদের টিম এই সফল যাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমি বিশেষভাবে একটি গল্প উল্লেখ করতে চাই। এক তরুণ বিজ্ঞান স্নাতক আমাদের প্রথম দিকে দলে যোগ দেন। ডঃ কঙ্কন তাকে এমব্রায়োলজিতে প্রশিক্ষণ দেন। সময়ের সঙ্গে তিনি আমাদের সবচেয়ে দক্ষ সদস্য হয়ে ওঠেন। আজ তার মেয়েও আমাদের টিমে যোগ দিয়েছেন, এই সেবার ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এই ধরনের মুহূর্ত আমাদের এই পরিবারের বিশেষত্ব প্রকাশ করে।

বছরের পর বছর আমরা আমাদের সেবার ক্ষেত্র বাড়িয়েছি। এখন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ প্রসব, পুরুষদের বন্ধ্যাত্ব, জেনেটিক পরামর্শ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবা অন্তর্ভুক্ত করেছি। একটি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা মনে পড়ছে যেখানে একটি দম্পতি, যারা দুজনেই থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার ছিলেন, আমাদের কাছে আসেন। জেনেটিক পরামর্শ এবং চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা তাদের একটি সুস্থ সন্তানের স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করি। এই ঘটনাগুলো আমাদের মিশনকে শক্তিশালী করে: যেখানে কোনও আশা নেই, সেখানে আশা তৈরি করা।

আভা সার্জি সেন্টারের 30 বছর উদযাপন করতে পেরে আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ। আমরা কৃতজ্ঞ আমাদের উপর বিশ্বাস রেখেছেন, যারা আমাদের যাত্রার অংশ হয়েছেন এবং আমাদের টিম যারা আমাদের স্বপ্নকে বাস্তব করেছে। প্রতিটি রোগী যারা আমাদের দরজা দিয়ে ভেতরে এসেছেন, তারা আমাদের গল্পে একটি ছাপ রেখে গেছেন, আর তাদের গল্পের অংশ হতে পেরে আমি সম্মানিত।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা আমাদের সেবা আরও প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছি, কলকাতা এবং তার বাইরেও। আমাদের সেবা বাড়লেও আভার মূলমন্ত্র একই থাকবে: সাশ্রয়ী, সহানুভূতিশীল এবং রোগীকেন্দ্রিক চিকিৎসা।

যে সকল রোগী, টিম মেম্বার এবং শুভানুধ্যায়ীরা আমাদের এই অসাধারণ যাত্রার অংশ হয়েছেন—আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আরও অনেক বছর জীবন বদলানোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত।

শুভেচ্ছান্তে,

ডঃ বাণী কুমার মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আভা সার্জি সেন্টারের বিশেষ কভার ও ডাকটিকিট উদ্বোধন

পূর্ব ভারতের প্রধানতম আইভিএফ ও গাইনোকলজি ক্লিনিক আভা সার্জি সেন্টারের 30 তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য, ভারতীয় ডাক বিভাগ বিশেষ কভার ও ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। এটি ক্লিনিকটির তিন দশকের সফলতার সাক্ষ্য, যা দম্পতিদের সন্তান হওয়ার স্বপ্ন পূর্ণ করতে সাহায্য করেছে।

বিশেষ কভার ও ডাকটিকিটটি কলকাতা অঞ্চলের পোস্টমাস্টার জেনারেল শ্রী অশোক কুমার উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বাসুদেব মুখার্জি, অঙ্কুরণ আইভিএফ ক্লিনিক, উডল্যান্ডস হাসপাতাল ও মণিপাল হাসপাতালের সিনিয়র গাইনোকলজিস্ট, ডাঃ বাণী কুমার মিত্র, আভা সার্জি সেন্টারের ফাউন্ডার ও চিফ কনসালট্যান্ট এবং ডাঃ কঙ্কন দাস মিত, আভা সার্জি সেন্টারের ডিরেক্টর ও চিফ এমব্রায়োলজিস্ট।

বিশেষ কভার ও ডাকটিকিটটি, মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা ও আইভিএফ পরিষেবায় ক্লিনিকটির তিন দশকের অবদানের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি আভা সার্জি সেন্টার এবং তার অনুগ্রাহীদের জন্য এক স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে।

RELEASE OF SPECIAL COVER
WITH MY STAMP

জানতেন?

ভারতের ডাকটিকিটের ইতিহাস:

1. ভারতে প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় 1852 সালে।
2. এটি গোলাকার ছিল এবং এর নাম ছিল "সিন্দে ডকে"।
3. পুরো প্রিন্ট রানটি কাগজে আলাদাভাবে নকশা করে তোলা হয়েছিল।
4. স্বাধীন ভারতের প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় 21 নভেম্বর 1947-এ। এটি 3½ আনার মূল্যমানের ছিল এবং এতে ভারতের জাতীয় পতাকা এবং স্লোগান "জয় হিন্দ" আঁকা ছিল।
5. 1962 সালে "INDIA POSTAGE" লেখা বদলে দিয়ে "ভারত INDIA" লেখা শুরু হয়, যা আজও চালু রয়েছে। তবে ডিসেম্বর 1962 থেকে জানুয়ারি 1963-এর মধ্যে প্রকাশিত তিনটি ডাকটিকিটে পুরনো লেখাটি ছিল। এগুলি এখনও কোথাও পাওয়া যায় কিনা, তার কোনো তথ্য নেই।
6. আজ, ভারতের ডাকব্যবস্থা বিশ্বের সবচেয়ে বিস্তৃত ডাকব্যবস্থা, যার পরে রয়েছে চীনের স্থান।

একটি স্মরণীয় যাত্রা

ডঃ কঙ্কন দাস মিত্র

ডিরেক্টর এবং চিফ এমব্রায়োলজিস্ট
আভা সার্জি সেন্টার

ডাক্তার হওয়া আমার জন্য শুধুমাত্র একটি পেশা নয় — এটি ছিল একটি পরম্পরা, যা আমি বহন করার জন্য তৈরি ছিলাম। আমার বাবার পরিবারের চার প্রজন্ম ধরে চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত। আমার বাবা, ডঃ কে. কে. দাস, যিনি বোকারোর একজন খ্যাতিমান অবস্টেট্রিশিয়ান-গাইনিকোলজিস্ট ছিলেন, তিনি আমার জীবনে অগাধ প্রভাব ফেলেছিলেন। রোগীদের প্রতি তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আমাকে মানুষ ও সমাজের সেবা করার অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

জীবন কখনো কখনো খুব সুন্দর গল্প বুনে দেয় । আমার জীবনের গল্পও এমনই এক রূপকথার মতো, যা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে, যখন আমার প্রশিক্ষণের সময় ডঃ বাণী কুমার মিত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমাদের প্রথম পরিচয় পেশাগত জায়গায় হলেও, তা ধীরে ধীরে ভালোবাসায় পরিণত হয়। মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি আমাদের একত্রে কাজ করার স্বপ্ন আমাদের শুধু জীবনের সঙ্গীই নয়, বরং পেশাগত অংশীদারও করে তুলেছে। ডঃ মিত্রকে বিয়ে করার পর আমাদের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

199৪ সালে, এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে আমি সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে এম্ব্রায়োলজি নিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে যাই। তখন ভারতে আইভিএফ চিকিৎসা একেবারেই নতুন ছিল। আমার বাবা, যিনি সবসময় নতুন সুযোগকে গুরুত্ব দিতেন, আমাকে এই বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য উৎসাহিত করেন। চার বছরের মেয়েকে রেখে বিদেশে যাওয়া আমার জন্য ছিল খুব কঠিন সিদ্ধান্ত । তবে আমার বিশ্বাস ছিল, এই নতুন জ্ঞান অনেক সন্তান কামনাকারী দম্পতির স্বপ্ন-পূরণে সাহায্য করবে।

ভারতে ফিরে এসে আমরা আভা সার্জি সেন্টারের ভিত্তি স্থাপন করি। সেই সময়ে আইভিএফ ছিল নতুন এবং আমি গর্বিত যে আমি ভারতের প্রথমসারির প্রশিক্ষিত এম্ব্রায়োলজিস্টদের মধ্যে একজন। এই অনুশীলনটি তৈরি করা কেবল নতুন কৌশলগুলি বাস্তবায়নের জন্য নয় বরং একটি দলকে লালন করার বিষয়েও ছিল। আমি অনেক তরুণ বিজ্ঞান স্নাতকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি, যাদের অনেকে আজও আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন এবং আমাদের সংস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছেন।

শুরুতে আমাদের যাত্রা ছিল খুব সাধারণ। আমার দাদুর পুরনো বাড়ির ঘরগুলো আমরা ক্লিনিকের জন্য ব্যবহার করতাম। ড্রইংরুম ছিল অপেক্ষাকক্ষ, রান্নাঘর হয়ে উঠেছিল আল্ট্রাসনোগ্রামের ফিল্ম তৈরি করার ঘর, আর শোবার ঘরগুলো ব্যবহৃত হতো চিকিৎসার জন্য। কোনো বিজ্ঞাপন ছাড়াই, রোগীদের বিশ্বাস আর ভালোবাসার উপর ভরসা করে আমরা এগিয়ে গেছি। ধীরে ধীরে, মানুষ একে অপরকে আমাদের কথা বলতে শুরু করে, আর আমাদের সেন্টারের সুনাম বাড়তে থাকে।

রোগীর সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেন্টারের পরিসরও বাড়াই। কাছাকাছি জায়গা কিনে, ভাড়া খরচ কমিয়ে আমরা রোগীদের জন্য খরচ সাশ্রয়ী রাখতে সক্ষম হই। ডঃ মিত্র সবসময় বলতেন, কোনো রোগী যেন অর্থের অভাবে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয় , আর আমরা সেই নীতিতে অটল থেকেছি।

আজ, আভা সার্জি সেন্টার শুধুমাত্র স্ত্রীরোগ ও বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসাতেই সীমাবদ্ধ নেই। এখানে আমরা উচ্চ-ঝুঁকির প্রসূতি চিকিৎসা, পুরুষ বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা, মানসিক পরামর্শ, ওবেসিটি ম্যানেজমেন্ট., পিসিও ক্লিনিক, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং এন্ডোস্কোপিক সার্জারি করি। এমনকি বাংলাদেশ থেকেও রোগীরা এখানে আসেন এবং অনেকেই আমাদের সেন্টারে আসতে পছন্দ করেন।

আইভিএফ চিকিৎসার সবচেয়ে বিশেষ দিক হলো এর সহযোগিতামূলক প্রকৃতি। প্রত্যেক সদস্য, যেমন এম্ব্রায়োলজিস্ট, নার্স, বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী - সবার সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। আমি কৃতজ্ঞ এমন একটি টিমের জন্য, যারা আমাদের সঙ্গে সব সময় থেকেছে।

এই দীর্ঘদিনের যাত্রার দিকে যখন ফিরে তাকাই, আমার মন তখন গর্ব ও কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। আমার দাদুর পুরনো বাড়ি থেকে শুরু করে আজকের মাল্টি-স্পেশালটি সেন্টার হয়ে ওঠা পর্যন্ত, আভা সার্জি সেন্টার প্রতিটি প্রতিকূলতার জয় করেছে।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমি খুব আশাবাদী। আমরা সবসময় আমাদের রোগীদের সাশ্রয়ী, উচ্চমানের চিকিৎসা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে যাব, সেই একই উদ্দেশ্য আর আবেগ নিয়ে, যা নিয়ে এত বছর আগে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

আভার সাফল্যের মন্ত্র

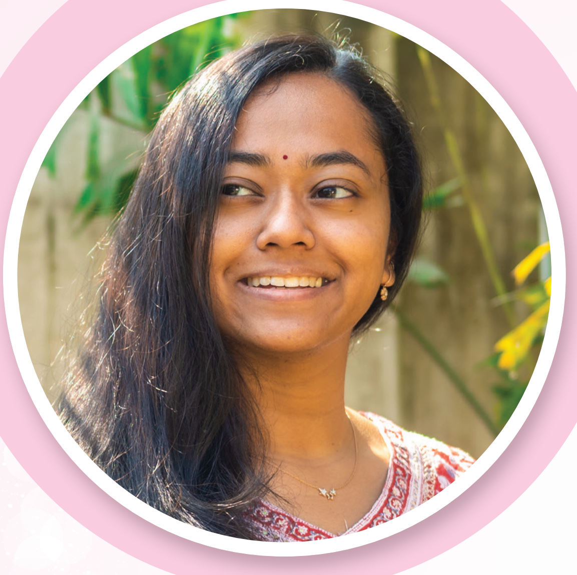

সুরভী মিত্র
চিফ-স্পেশাল প্রজেক্টস

আমি পাঁচ বছর বয়সে বাবার কাজের প্রভাব প্রথমবার বুঝতে পারি। আমরা কলকাতার একটি রাস্তার ধারে ফুচকা খাচ্ছিলাম, তখন এক দম্পতি আমাদের কাছে এলেন। তাদের ছোট্ট বাচ্চাটি পাশে হাঁটছিল - বুঝলাম বাবার পরিশ্রমের জীবন্ত প্রমাণ। তারা তাদের সন্তানধারণের লড়াই ও সফলতার গল্প করলেন এবং ভোরবেলায় বাবা যে ভাবে তাদের সাহায্য করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালেন। সেই মুহূর্তে বুঝলাম কেন বাবা প্রায়ই রাতে বাড়িতে খেতে বসেও উঠে বেরিয়ে যেতেন - এটাই ছিল তার দায়িত্ব, মানুষকে পরিবার গড়তে সাহায্য করা।

বড় হওয়ার সাথে সাথে আমার গ্রীষ্মের দিনগুলো কাটত আমাদের পুরনো বাড়িতে, যা এখন 'আভা সার্জি ক্লিনিক' নামে পরিচিত। আমি স্কুলের ছুটির কাজগুলো করতাম প্রতীক্ষালয়ে বসে থাকা আশাবাদী দম্পতিদের অনুচ্চস্বরে প্রকাশ করা কথার মধ্যে এবং আমাদের নিষ্ঠাবান সহকর্মীদের আশ্বাসবাণীর মাঝে। আমার খেলার জায়গা ছিল এই আশ্রয়, যেখানে অভিভাবক হওয়ার স্বপ্নগুলো পূরণ হতো।

আমার মা, যিনি ভারতের প্রথম প্রশিক্ষিত এমব্রায়োলজিস্টদের মধ্যে একজন, 1998 সালে সিঙ্গাপুরে গিয়ে এই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। আমাদের থেকে এতগুলো মাস দূরে থাকার তার ত্যাগ ছিল সন্তান ধারণে সমস্যায় ভুক্তভোগী মানুষকে আশা দেওয়ার সংকল্পের প্রমাণ। অপরদিকে, বাবা একটি সাধারণ ক্লিনিককে আশা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন, তার বিশ্বাসে অর্থের অভাব কখনোই বাবা-মা হওয়ার পথে বাধা হওয়া উচিত নয়।

ক্লিনিকের পথ চলা ছিল এক কঠিন অথচ সুন্দর গল্প - প্রতিদিন মাত্র একজন রোগী দিয়ে শুরু হয়ে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা। শুধু সংখ্যায় নয়, আমাদের বৃদ্ধি ঘটেছে অসংখ্য জীবনে স্পর্শের মাধ্যমে।

অষ্টম শ্রেণিতে একদিন বাবার সাথে তর্ক করেছিলাম যে কেন তিনি আমার স্কুলে আসেন না। তাকে আমার পরবর্তী প্যারেন্ট-টিচার মিটিংয়ে আসার জন্য বললাম। তারপর আমরা স্কুলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাবার সময় শিক্ষকরা, যাদের আমি চিনতামও না, তাদের জীবনে বাবার অবদান নিয়ে কথা বললেন। তখনই প্রথম আমি তার কাজের ম্যাজিক বুঝতে পারলাম।

মা ছিলেন একদিকে নিখুঁত পেশাদার, অন্যদিকে মা হিসেবেও দায়িত্বশীল। ভোর হওয়ার আগেই তিনি দিন শুরু করতেন, আমাকে স্কুলের জন্য প্রস্তুত করে তারপর সার্জিক্যাল ক্যাপ পরতেন। কিন্তু সবসময় রাতে বাড়ি ফিরে আগে এসে আমার পড়াশোনার খেয়াল রাখতেন।

আজ আভা সার্জি সেন্টার তার জায়গা চারগুণ বড় করেছে এবং এখন দশ বছর আগের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি রোগীকে সেবা দিচ্ছে। আমাদের কাছে এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনিকস রয়েছে, যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে।

তবে সবচেয়ে বেশি যা আমাদের ছুঁয়ে যায়, তা হল আভায় রোগীদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের বিশ্বাস। যেসব রোগী একসময় সন্তানধারণের সমস্যায় আমাদের কাছে এসেছিলেন, তারা এখন মেনোপজের পরামর্শ নিতে আসেন এবং তাদের মেয়েদেরও নিয়ে আসেন। একজন রোগী আভাকে "বাড়ি" বলে বর্ণনা করেছেন - জানিয়েছেন আভা এমন একটি জায়গা যেখানে আমাদের কথা শোনা হয়, যত্ন নেওয়া হয় এবং সুস্থ করা হয়।" এই অনুভূতিই প্রমাণ করে যে আভা শুধু একটি ক্লিনিক নয়; এটি আশা ও সুস্থতার আশ্রয়।

পাঁচ বছর আগে আমি এই ঐতিহ্যের অংশ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ডিজিটাল উদ্ভাবনগুলোর মাধ্যমে রোগীসেবা আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি। আভা সার্জি সেন্টারের সাথে বেড়ে ওঠা আমার বাবা-মা, ডঃ বাণী কুমার মিত্র এবং ডঃ কনকন দাস মিত্রের দ্বারা শুরু করা যত্ন এবং সহানুভূতির গল্পের সাক্ষী এবং অবদানের একটি অসাধারণ যাত্রা।

আমরা যখন আমাদের ত্রিশ বছরের সেবাকে উদযাপন করছি, তখন আমার হৃদয় গর্ব ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছে। এই মাইলফলক কেবল আমাদের অতীতের সাফল্য নিয়ে ভাবার নয়, বরং আগামীর প্রতি একই নিবেদন ও ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি।

তিন দশক ধরে জীবন পরিবর্তনের এই যাত্রাকে উদযাপন করছি - এবং সামনে আরও বহু জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলার অপেক্ষায় আছি! ধন্যবাদ প্রতিটি রোগী, টিম মেম্বার এবং সমর্থককে যারা আমাদের এই অসাধারণ পথ চলায় সঙ্গ দিয়েছেন। আপনারাই আভার হৃদস্পন্দন, আমাদের সফলতার মূল অংশ।

Guest Column

এক সাথে পথ চলা : আভা সার্জি সেন্টার এর সাথে ৩০ বছরের সুদৃঢ় সম্পর্ক

সুদীপ মুখার্জী
প্রেসিডেন্ট: ইন্ডিয়া বিজনেস
মেয়ার ভাইটাবায়োটিক্স

আভা সার্জি সেন্টার, ভারতের অন্যতম সেরা আইভিএফ ক্লিনিক, গত 30 বছর ধরে ভারত সহ প্রতিবেশী দেশ যেমন বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং শ্রীলঙ্কার রোগীদের জন্য বিশ্বমানের বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা করে আসছে। ডা. বানী কুমার মিত্র এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু করেছিলেন নিঃসন্তান দম্পতিদের জীবনে আশার আলো জ্বালানোর উদ্দেশ্যে। আজ এই ক্লিনিক বিশ্বাস, সহানুভূতি এবং উদ্ভাবনের একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে।

আমি আভা সার্জি সেন্টারের সঙ্গে প্রায় 25 বছর ধরে যুক্ত আছি এবং এই ক্লিনিকের শুরু থেকে একটি অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার যাত্রায় সাক্ষী। এখানে ডা. বানী কুমার মিত্র ও ডা. কঙ্কণ দাস মিত্রের নেতৃত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের, ক্লিনিশিয়ান ও এমব্রায়োলজিস্টদের একটি দক্ষ টিমের মাধ্যমে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা সেবা প্রদান করে চলেছে। এই ক্লিনিক ধারাবাহিকভাবে অসাধারণ সাফল্যের হার বজায় রেখে অ্যাসিস্টেড রেপ্রোডাকটিভ টেকনোলজির (ART) ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এখানে আইভিএফ, আইসিএসআই, ডিম্বানু দান এবং ভ্রূণ সংরক্ষণের মতো বিস্তৃত পরিষেবাগুলি ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী যত্নসহকারে করা হয়।

বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ডা. বানী কুমার মিত্র বহু উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন, যা হাজার হাজার পরিবারের জন্য পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের স্বপ্ন পূরণ করেছে। বছরের পর বছর ধরে, রোগী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি, নৈতিকতা ও উৎকর্ষ সাধনের প্রতি প্রয়াস আভা সার্জি সেন্টারকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বহু সম্মান অর্জন করতে সাহায্য করেছে।

আভা সার্জি সেন্টারের মূলমন্ত্র বরাবরই রোগীদের যত্ন, কখনোই ব্যবসা নয়, যা এই ক্লিনিককে শুধু পূর্ব ভারতে নয়, প্রতিবেশী রাজ্য এবং দেশগুলির মধ্যেও একটি অন্যতম পছন্দের আইভিএফ সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

আজ এই প্রতিষ্ঠান 30 বছর পূর্তি পালন করছে। আভা সার্জি সেন্টারের যাত্রা দৃঢ়তা, উদ্ভাবন এবং অসংখ্য সফলতার গল্প দিয়ে চিহ্নিত। জীবন পরিবর্তনের প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের অটল প্রতিশ্রুতি ভারতের এবং বাইরের দেশের বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দেওয়ার পথে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠান এবং এর প্রতিষ্ঠাতা ও পথপ্রদর্শক ডা. বানী কুমার মিত্রের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

আভা সার্জি সেন্টারের সাথে আমার পথ চলা

দীনেশ চন্দ্র দাস

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় আমার বাবা ওনার মামার কাছে মানুষ হতে থাকেন অজস্র কষ্টসহিষ্ণুতা ও অভাবকে পরোয়া না করে। সন্তান হিসেবে আমি কনিষ্ঠ হওয়ায় বাবা'ল ইচ্ছে ছিলো আমাকে নিজের কাছে রেখে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় শিক্ষিত করে তোলা। ওনার অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও ভালোবাসায় আমি শৈশবে আঙ্গুঁয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা, পরবর্তী আঙ্গুঁয়া গদাধর হাই স্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে দাঁতন ভট্টর মহাবিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে স্নাতক অর্জন করি।

আমি আমার পরিবারের প্রথম স্নাতক। স্নাতক-এর তৃতীয় বর্ষে (1999) বাবা'র ইচ্ছে ছিলো আমি বাইরে চাকরি করি এবং তাতে আমার জীবনযাত্রায় অসুবিধা না হয়।

আমার দাদা দিদিদের কলকাতায় বাবা রেখে দিয়েছিলেন অভাবের তাড়নায়। ছোট দিদির কর্মস্থলে যোগাযোগ হয় ডাঃ বাণী কুমার মিত্র স্যারের সঙ্গে (মার্চ, 1999)। কলেজে পড়ার সময়েই আমি কাজের খোঁজে কলকাতায় এসেছিলাম। আমি এসে স্যারের সঙ্গে দেখা করে যাই এবং কাজে যোগদানের কথা তখনই হয়ে যায়।

সার্জি সেন্টারের বয়স তখন 5 বছর অতিক্রান্ত, 5 জন কর্মীসহযোগে স্যার - ম্যাডাম এর চিকিৎসা পরিষেবা চলত। 2003 সালে আই.ভি.এফ পদ্ধতি শুরু হলেও সাফল্যের মুখ দেখতে পাওয়া যায় 2006 সালে। ক্রমশ আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে চলতে থাকে আমাদের সমষ্টিগত চিকিৎসা পরিষেবা।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িসা, অসম, উত্তর প্রদেশ, ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্য এবং বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, নেপাল- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দেশ থেকে রোগী এখানে দেখাতে আসতে শুরু করেন কোনো বিজ্ঞাপন ছাড়াই। শুধুমাত্র স্যার- ম্যাডাম এর প্রতি আন্তরিকতা, ও চিকিৎসার সাফল্যের জন্যে আমাদের সার্জি সেন্টার সবার সামনে আইকন হয়ে ওঠে।

সংস্থা স্থাপনা, পরিচালনায় ও চিকিৎসা প্রণালীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে, স্যার - ম্যাডাম এর নিরলস ও অকৃত্রিম শ্রম আজ এই জায়গায় নিয়ে এসেছে সার্জি সেন্টারকে।

সহকর্মীদের কাছে সবার প্রিয় সুরভি মিত্র 1018 সালে সক্রিয় ভাবে যোগদান করে, পরিচালন পদ্ধতিকে পুনর্গঠন,পুনর্বিন্যাস, শৃঙ্খলা পরায়ণ-এর নীতি নির্ধারণ করে।

আমরা যারা এই সংস্থায় কর্মে নিযুক্ত আছি, আশা রাখবো আধুনিক প্রযুক্তির অবলম্বনে পরিচালনা; সময়ের সাথে সাথে রোগীদের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে আমাদের চিকিৎসালয় ‘আভা সার্জি সেন্টার’ কে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়ে পরিণত করা এবং তা সর্বোতভাবে সেই স্থানটিকে ধরে রাখা।

যখন আমি প্রথম যোগদান করি, তখন বুঝতে পারিনি এই অভিজ্ঞতা আমার ভবিষ্যতে কতটা গভীর প্রভাব ফেলবে। এটি শুধু আমার ক্যারিয়ার গড়তে সাহায্য করেনি, বরং আমাকে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছে।

ডা. বানী কুমার মিত্র এবং ডা. কঙ্কন মিত্র ছিলেন অমূল্য পথপ্রদর্শক ও পরামর্শদাতা। সার্জি সেন্টারে যোগদানের সময় স্যার আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, সেই সময়ে এই ব্যবস্থা থাকার কারনে চাকরি করতে পারি, না হলে পারতামই না। বিবাহিত জীবন শুরু করার পর স্যার সার্জির পাশে থাকার জন্য ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দেন, এটা আমার কাছে সর্বোচ্চ বড় পাওনা, এটা ছাড়া আমার কাছে কোনো পথ ছিলো না।

ছোট থেকে আমার দুই সন্তানের লেখা পড়ার সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব স্যার, ম্যাডাম এবং সুরভি আজও বহন করে চলেছেন, যার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। সার্জি সেন্টারেই কর্মজীবন শুরু করে আজ অবধি দীর্ঘ 26 বছরে যা শিখেছি, পেয়েছি সবই স্যার – ম্যাডাম এর আশীর্বাদ এবং সুরভির স্নেহে।

আভা সার্জি সেন্টারের সাথে আমার পথ চলা

PRIYANKA SETT

প্রিয়াঙ্কা সেঠ

আমি একজন বায়ো-সায়েন্সের ছাত্রী হিসেবে আইভিএফ এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে পড়েছি। সেই সময় থেকেই আমি একটি ফার্টিলিটি ক্লিনিকের টিমের অংশ হতে চেয়েছিলাম। আমি আভা সার্জি সেন্টারের সঙ্গে 14 বছরেরও বেশি সময় ধরে যুক্ত। আমি এখানে একজন ডাক্তারের সহকারী হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম এবং বর্তমানে একজন সিনিয়র কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করছি। এই কাজ আমাকে আকর্ষণ করে কারণ এটি আমাকে শেখার এবং নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার সুযোগ দেয়। এই কাজ আমার ক্যারিয়ারের লক্ষ্য পূরণের জন্য উপযুক্ত একটি ভূমিকা পালন করেছে। তবে ফার্টিলিটি ক্লিনিকে কাজ করা অনেক সময় মানসিকভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারে, কারণ বন্ধ্যাত্ব সমস্যায় থাকা দম্পতিদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আবেগপূর্ণ আলোচনা করতে হয়।

ডাক্তারের সহকারী হিসেবে, আমি রোগীদের সর্বক্ষণ গাইড করি, তাদের আবেগগত সহায়তা ও ক্লিনিক্যাল কেয়ার প্রদান করি যাতে তারা তাদের লক্ষ্য পূরণ, অর্থাৎ সন্তান লাভ করতে পারেন। রোগীদের পরিবারের স্বপ্ন পূরণের জটিল এবং আবেগপূর্ণ যাত্রায় আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করি। একজন কাউন্সেলর হিসেবে, আমি রোগী এবং তাদের সঙ্গীদের আইভিএফ প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষা দিই।

কিছু মুহূর্ত আছে যা সবকিছু অর্থবহ করে তোলে। এরকমই একটি অভিজ্ঞতা ছিল এমন এক দম্পতির সাথে কাজ করা, যারা দুঃখজনকভাবে তাদের প্রথম সন্তানকে হারিয়েছিলেন। তারা আমাদের সেন্টারে এসেছিলেন হতাশ ও ভেঙে পড়া মন নিয়ে। পরামর্শের মাধ্যমে আমি তাদের শোক ও ভয় প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলাম এবং ধীরে ধীরে তাদের আত্মবিশ্বাস ও মানসিক শক্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছিলাম।

চিকিৎসা ও সহায়তার পর তারা আবার গর্ভধারণ করেন এবং আনন্দের সাথে তাদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেন। যখন তারা এই সুখবরটি শেয়ার করলেন, তাদের চোখে যে কৃতজ্ঞতা ও স্বস্তি আমি দেখেছি তা কখনো ভুলতে পারব না। কয়েক মাস পর তারা ক্লিনিকে আমাদের উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং কঠিন সময়ে আমাদের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

এমন মুহূর্তগুলোই আমাদের কাজের আসল মূল্য মনে করিয়ে দেয়। জানি যে আমরা এই দম্পতিকে তাদের সবচেয়ে অন্ধকার দিনগুলোতে সাহায্য করতে পেরেছি এবং তাদের পিতৃত্বের আনন্দ দিতে পেরেছি, সেটাই সব চ্যালেঞ্জকে সার্থক করে তোলে। এই আবেগময় সম্পর্কগুলোই আমার কাজকে ভালোবাসার কারণ যাফ জন্য আমি আমার কাজে পুরোপুরি থাকি।

ডা. বানী কুমার মিত্র এবং ডা. কঙ্কণ মিত্রের নির্দেশনায় আমি সঠিক দলগত কাজের গুরুত্ব শিখেছি। রোগী এবং তাদের সঙ্গীদের কাউন্সেলিং করার সময় আমাদের ধৈর্য ও অধ্যবসা রাখতে হয়। নিজের উপর বিশ্বাস এবং দক্ষতায় আস্থা, আমাকে নানান ধরনের মোকাবিলা করতে এবং লক্ষ্য অর্জন করতে সাহায্য করেছে। আমাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে যাতে রোগীদের আরও ভালো পরিষেবা দিতে পারি।

আভা সার্জি সেন্টারে যোগ দেওয়ার পর থেকে আমি আমার পরিবারকে সাহায্য করার স্বাধীনতা পেয়েছি। আমার কাজ আমাকে বিনয়ী থাকতে শেখায়, এবং আমি এই মূল্যবোধগুলি আমার মেয়ের মধ্যেও গেঁথে দিতে চাই। এমন একটি ক্লিনিকের অংশ হতে পেরে, যা সমাজের সব স্তরের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ফার্টিলিটি চিকিৎসা করে, আমি তৃপ্তি অনুভব করি। এটি আমাকে আরও পরিশ্রমী হতে এবং পেশাগতভাবে উন্নতি করতে অনুপ্রাণিত করে, যা আমাকে ব্যক্তিগত আনন্দও দেয়। আমার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই আমার সামগ্রিক সুখ এবং সুস্থতার মূল চাবিকাঠি।

আভা সার্জি সেন্টারের সাথে আমার পথচলা

সন্দীপ ভট্টাচার্য্য

আমি আভা সার্জি সেন্টারে কাজে যোগ দিয়েছিলাম 2008 সালের মার্চ মাসে একজন আইভিএফ Lab Technician হিসেবে, তখন সার্জি সেন্টার একটাই বিল্ডিং ছিল যেখানে IVF ল্যাব এবং OT'র সমস্ত কাজকর্ম হত ।

আমি যখন এখানে প্রথম দিন আসি সমস্ত বিষয় গুলো নতুন ছিল আমার কাছে IVF কি সেটাই ভালো করে জানতো না লোকে । যত দিন গেলো ব্যাপার গুলোর সাথে আরও বেশি করে পরিচিত হলাম।

আমি বিভিন্ন সেমিনার ও সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলাম, যেখানে কিছু বিশিষ্ট এমব্রায়োলজিস্টের মূল্যবান পরামর্শ ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলাম। এটি আমাকে আইভিএফ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করেছে।

অনেক কিছু পড়লাম শিখলাম জানলাম, স্যার ও ম্যাডাম অজানা বিষয় গুলো জানতে আমায় অনেক সাহায্য করেছে, ফলে আইভিএফ এর প্রতি ধীরে ধীরে আমার ভালোবাসা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে আভা সার্জি সেন্টারের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, কারণ এখানেই আমি আমার জীবনসঙ্গীর সাথে আমারপরিচয় হয়। আমরা তারপর একসঙ্গে আমাদের চিরস্থায়ী জীবন গড়ে তুলেছি। এই ব্যক্তিগত ও পেশাগত যাত্রা অত্যন্ত পরিপূর্ণ হয়েছে, এবং আবহা সার্জি সেন্টারের উন্নতি ও সাফল্যের অংশ হতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।

একজন নিঃসন্তান দম্পতির কোলে সন্তান তুলে দেওয়া টাই ছিলো আমাদের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য পূরণ করার প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করার জন্য নিত্য নতুন যন্ত্রপাতি, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে ।

আজও মনে পড়ে প্রথম যখন এসেছিলাম এই সার্জি সেন্টার কত ছোট পরিসরে ছিল, ঠিক যেনো একটা চারা গাছ, আজ ধীরে ধীরে তার শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি করে একটি মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে আভা সার্জি সেন্টারের আইভিএফ ল্যাব উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও সম্প্রসারণের সাক্ষী হয়েছে। শুরুতে আমাদের সম্পদ সীমিত ছিল, কিন্তু রোগীর সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে আমরা পরিকল্পিতভাবে আমাদের সুবিধাগুলি উন্নত করতে বিনিয়োগ করেছি। একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ছিল আধুনিক ইনকিউবেটর যুক্ত করা। এই উন্নত ইনকিউবেটরগুলি ভ্রূণ বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে, যা এর বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নে সহায়তা করে।

এই অগ্রগতি আমাদের সর্বোচ্চ মানের সেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, যা আমাদের ভালো ফলাফল অর্জন করতে ও অনেক পরিবারের জীবনে পিতৃত্বের আনন্দ এনে দিতে সাহায্য করেছে।

সার্জি সেন্টার আমার কাছে সেই মহীরুহ, যার ছায়ায় আমি গত ষোলো বছর সুখে দুঃখে কাটিয়ে এসেছি, এবং আমি এই উন্নতি ও সাফল্যের পথ অব্যাহত রাখতে আগ্রহী।

আভা সার্জি সেন্টারের সাথে আমার পথচলা

অলোক হালদার

আমি অলোক হালদার। আমি বহু বছর ধরে আভা সার্জি সেন্টারের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে থাকার বিশেষ সুযোগ পেয়েছি। এখানে আমার পথচলা শুরু হয় একজন গাড়ি চালক হিসেবে। তবে সময়ের সাথে সাথে এটি শুধুমাত্র চাকরিজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে, যা আভা সার্জি সেন্টারের আশার, সেবার এবং নতুন সূচনার উদ্দেশ্যর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমার আভার সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ব্যক্তিগত, যা বিশ্বাস, নিষ্ঠা এবং অগণিত স্মৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

আভা সার্জি সেন্টারে আমি আমার কাজ শুরু করি ডঃ বাণী কুমার মিত্রের ব্যক্তিগত চালক হিসেবে। প্রথম দিন থেকেএটা স্পষ্ট ছিল যে এই ভূমিকা অন্য অন্যদের থেকে ভিন্ন। আমার দিন শুরু হতো ভোর 5টায় এবং কখনো কখনো রাত 12টা বা 1টা পর্যন্ত চলত। জরুরি ডেলিভারি বা গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পরামর্শের জন্য আমাকে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হতো যাতে ডঃ মিত্র সময়মতো রোগীদের কাছে পৌঁছাতে পারেন। সময়ের সাথে সাথে আমার ভূমিকা কেবল একজন চালকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং কঠিন সময়ে তার পাশে থেকে একজন সহযোগীরও হয়ে উঠেছে।

আভা সার্জি সেন্টারে আমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো দাতাদের সংযোগ গড়ে তোলা। আমি প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলাম, যারা গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের ডিম্বাণু দানের ধারণা সম্পর্কে সচেতন করেছিলাম। এটি সহজ কাজ ছিল না। আমি বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বুঝিয়েছি কীভাবে মহিলারা অন্য মহিলাদের সাহায্য করতে পারেন। ধৈর্য এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে আমি তাদের বিশ্বাস অর্জন করি এবং একটি শক্তিশালী সংযোগ তৈরি করি, যা আজ আভার সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি। যখন আমি দেখি এই দানের মাধ্যমে বহু মানুষের জীবন বদলে গেছে, তখন ভিষণ গর্ব বোধ করি।

আভা সার্জি সেন্টার এমন অনেক মুহূর্তে ভরা যা আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমরা কীভাবে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনছি। এমন দম্পতিদের সাহায্য করা, যারা বছরের পর বছর শিশুর হাসির অপেক্ষায় ছিলেন, বা তাদের আশার আলো দেখানো, যাদের মনে কোনো আশা ছিল না, এইসব স্মৃতি আমাকে ভীষণ অনুপ্রাণিত করে।

আভা সার্জি সেন্টারের সবচেয়ে বিশেষ বিষয় হলো এটি আমার রক্তের সম্পর্কের বাইরে একটি পরিবারের মতো। ডাক্তার, কর্মী এবং সহায়ক দল সবাই একসঙ্গে একটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেন যে যারা আমাদের কাছে আসেন তাদের যেন সুখ এবং সুস্থতা দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। ডঃ মিত্রের নেতৃত্ব সবসময় আমায় অনুপ্রেরণা দিয়েছে, তার অটল উৎসর্গ আমাকে প্রতিনিয়ত আমার শ্রেষ্ঠটা দিতে অনুপ্রাণিত করেছে।

দীর্ঘ দিনের গভীর রাত জাগা, রোগীদের হাসি আর কৃতজ্ঞতায় ভরা মুহূর্তগুলো সবই সার্থক। আভা সার্জি সেন্টার শুধুমাত্র আমাকে একটি পেশাই দেয়নি, বরং এমন একটি লক্ষ্য দিয়েছে যা আমার জীবনকে অসংখ্য উপায়ে সমৃদ্ধ করেছে। আমি এই পথে চলতে থাকার এবং নতুন জীবন আনার কাজে যারা নিষ্ঠাবান তাদের পাশে থাকার অপেক্ষায় আছি।

আভা সার্জি সেন্টারের ৩০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এক অনন্য আলোচনা সভার আয়োজন

আভা সার্জি সেন্টারের 30তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে একটি অনন্য আলোচনা সভা - ভারতে মাতৃত্ব ও আইভিএফএর যাত্রা আয়োজিত হয়েছিল। এই আলোচনা সভাটি শহরের পাঁচতারা হোটেল দ্য পার্ক- এক দর্শকভর্তি হলে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এই টক শো- অংশ নেন। তাদের সবার একটাই লক্ষ্য ছিল – আইভিএফ নিয়ে তাদের মূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ মতামত তুলে ধরা। আইভিএফ এমন একটি বিষয় যা আজও অনেক মানুষের মধ্যে বিস্ময় এবং ভয়ের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

আলোচনা সভাটি মানুষের কাছে আইভিএফ সম্পর্কে সচেতনতা ছড়ানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। সঞ্চালক শ্রীমতি ঐন্দ্রিলা দত্ত সঠিকভাবে বলেন, এটি এমন একটি বিষয় যা শুধুমাত্র বর্তমান প্রজন্মের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে। যে বিশিষ্ট গুণিজন এই আলোচনা সভায় অংশ নেন তারা হলেন:

ডা. বাণীকুমার মিত্র – আভা সার্জি সেন্টারের ফাউন্ডার ও চিফ কনসালটেন্ট, যিনি অসংখ্য দম্পতিকে মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের আনন্দ উপহার দিয়েছেন।

ডা. ভাস্কর পাল – গাইনোকোলজি ও প্রসূতি চিকিৎসায় অভিজ্ঞ এবং একজন বিশিষ্ট ডাক্তার।

শ্রীমতি সুদেষ্ণা রায় – চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেত্রী, লেখক এবং নারী ও শিশু কল্যাণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য।

শ্রীমতি অনিন্দিতা সর্বাধিকারি – চলচ্চিত্র ও থিয়েটারের ব্যক্তিত্ব এবং একজন আইভিএফ মা।

শ্রীমতি দেবারতি মুখোপাধ্যায় – বাংলা সাহিত্যিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

ডা. বাণী কুমার মিত্র আইভিএফ-এর অগ্রগতি সম্পর্কে জোর দিয়ে বলেন যে এটি টিউবাল ব্লকেজ চিকিৎসা থেকে বন্ধ্যাত্ব সমাধানের পথে এগিয়েছে। আইভিএফ-এর চারটি প্রধান ধাপ ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী এই ধাপগুলিতে পরিবর্তন করা হয়, যা খরচ কমিয়ে সাফল্যের হার বাড়ায়। যেহেতু চিকিৎসা প্রযুক্তি প্রতিদিনই উন্নত হচ্ছে, চিকিৎসকরা সর্বশেষ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, যাতে কম খরচে বেশি সাফল্য অর্জন করা যায়।

তিনি উল্লেখ করেন, এখন চিকিৎসকরা যমজ সন্তানের বদলে একটি শিশুর জন্ম দেওয়ার দিকে বেশি মনোযোগ দেন, যা স্বাস্থ্য ও খরচের দিক থেকে আরও সুবিধাজনক এবং একই সঙ্গে দম্পতিদের জন্য খরচের স্বস্তিও দেয়।

শ্রীমতি সুদেষ্ণা রায় বলেন, সমাজে আইভিএফ নিয়ে মানুষের মনোভাব অনেক বদলেছে। প্রাথমিক সন্দেহ থেকে এখন এটি অনেকটাই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। বিশেষ করে একক মায়েরা যারা মাতৃত্ব বেছে নিয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বেশি লক্ষ্য করা যায়। কিছু প্রগতিশীল ব্যক্তি সাহসের সঙ্গে পরিবর্তনকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও কিছু মানুষ রয়েছেন যারা পরিবর্তন এড়িয়ে চলে। তিনি বলেন, তার এমন অনেক বন্ধু আছেন যারা বিয়েতে আগ্রহী নন, কিন্তু মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা নিতে চান।

তিনি তাঁর চলচ্চিত্র “একলা চলো”-র উল্লেখ করেন, যা আইভিএফ নিয়ে তৈরি এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই চলচ্চিত্রটি দর্শকদেরকে অনেক মনোরম মুহূর্তের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়, একই সঙ্গে আইভিএফ-এর প্রাথমিক ধাপগুলো সম্পর্কেও শিক্ষা দেয়।

শ্রীমতি অনিন্দিতা সর্বাধিকারি, যিনি নিজে একজন আইভিএফ মা, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করেন। তিনি একক মায়ের মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক দিকগুলি নিয়ে কথা বলেন। সমাজের বিভিন্ন বাধা সত্ত্বেও তিনি কীভাবে নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছেন, তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি সেই চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বললেন, যা তাকে সমাজে মোকাবিলা করতে হয়েছে, যেখানে মহিলাদের সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে সঙ্গী ছাড়া মাতৃত্ব গ্রহণের বিষয়ে, প্রায়শই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। বাবার পরিচয় নিয়ে অনধিকারচর্চা এবং বিচারমূলক প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া থেকে শুরু করে নারীর নৈতিকতা নিয়ে সমাজের ধারণা – এইসব নিয়ে অনিন্দিতা জোর দিয়ে বলেন, মহিলাদের জন্য আত্মবিশ্বাসী এবং তাদের সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আইভিএফ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, বাইরের মতামত উপেক্ষা করেও। আইভিএফ-এর যাত্রা তার জন্য সহজ ছিল না, তবে তিনি অন্য মায়েদেরও এই প্রক্রিয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেন।

তার জন্য, আইভিএফ-এর যাত্রা ছিল তার শরীরে "জীবন সৃষ্টির জাদু" অনুভব করার এক অভিজ্ঞতা। এই সাফল্যের পরেও তিনি স্বীকার করেন যে মাতৃত্বের পথ সবসময় মসৃণ নয়। আইভিএফ মানসিকভাবে ক্লান্তিকর হতে পারে, এবং পথে ব্যর্থতাগুলো কঠিন ছিল, তবে তিনি অন্যদের পরামর্শ দেন যে এই প্রক্রিয়ার উত্থান-পতনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা উচিত। তিনি বিশ্বাস করেন যে সমাজ ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিদিন উন্নত হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞান, যেখানে চিকিৎসকেরা তাদের আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে বিস্ময়কর কাজ করছেন। নারীদের চিন্তাধারায়ও এর ফলে এক বিশাল পরিবর্তন এসেছে।

ডা. ভাস্কর পাল আইভিএফ-এর বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেন। ডা. ভাস্কর পাল স্বীকার করেছেন যে আইভিএফ গাইনেকোলজিতে এক বিপ্লব ঘটিয়েছে, যা বন্ধ্যাত্বের অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। তিনি বলেন, এটি যেমন অসাধারণ একটি প্রক্রিয়া, তেমনই এর কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। তিনি দম্পতিদের আইভিএফ নেওয়ার আগে শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ দেন। ডা. মিত্রের আইভিএফ ক্ষেত্রের কাজের জন্য ডা. পাল প্রশংসা করেন, যেখানে তিনি বিজ্ঞান, শিল্প এবং বাণিজ্যের দিকগুলিও দক্ষতার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখেছেন।

শ্রীমতি দেবারতি মুখোপাধ্যায় আইভিএফ নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন। তিনি মাতৃত্বের পরিবর্তনশীল আকাঙ্ক্ষা এবং অর্থ সামাজিক কারণগুলোর উপর আলোকপাত করেন, যা এখনও আইভিএফ-কে সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। তিনি আইভিএফ সহজলভ্য করতে নীতিগত পরিবর্তনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

ঐন্দ্রিলা দত্ত
টক শো-এর আহ্বায়ক

ভারতে আইভিএফ যাত্রা

“মানবজাতির জন্য 20 শতকের সবচেয়ে উপকারী চিকিৎসা আবিষ্কার” হিসেবে বিবেচিত, ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF) সারা বিশ্বে প্রজনন চিকিৎসায় বিপ্লব এনেছে। এটি একদিকে যেমন মানবজাতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, তেমনই বন্ধ্যাত্ব সমস্যায় ভোগা অসংখ্য দম্পতিকে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের আনন্দ এনে দেয়। ভারতে আইভিএফ-এর যাত্রাও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাফল্যে ও প্রতিকূলতায় ভরা যা সামাজিক বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে।

ভারতে আইভিএফ-এর পথচলার মাইলফলক

1978

ডা. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ক্রায়োবায়োলজিস্ট সুনীত মুখার্জি এবং গাইনোকোলজিস্ট ডা. সরোজকান্তি ভট্টাচার্য মিলে ভারতের প্রথম আইভিএফ শিশু দুর্গা (কনুপ্রিয়া আগারওয়াল)-কে 3 অক্টোবর 1978 সালে কলকাতায় জন্ম দেন। এই ঐতিহাসিক সাফল্য ভারতকে বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে আইভিএফ পদ্ধতিতে সফল করে তোলে। তবে ডা. মুখোপাধ্যায়কে বহু সামাজিক ও প্রশাসনিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়, যার কারণে তিনি তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরতে পারেননি।

1986

ডা. বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী সল্টলেকে ইনস্টিটিউট অফ রিপ্রোডাকটিভ মেডিসিন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার কর্ম জীবনে 4000-এর বেশি আইভিএফ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং এই ক্ষেত্রে একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিত হন। তিনি এনআরএস মেডিকেল কলেজে কাজ শুরু করেন, যেখানে তিনি ডা. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেন। তারপর 1981 সালে ডা. মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর পরও, ডা. চক্রবর্তী তাদের গবেষণা চালিয়ে যান।

চ্যালেঞ্জ এবং সামাজিক ধারণা

প্রথম দিকে অনেক সাফল্য পাওয়ার পরও, ভারতে আইভিএফ চিকিৎসকদের প্রশাসনিক বাধা এবং আইভিএফ শিশুর জন্ম নিয়ে সামাজিক সন্দেহের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

উন্নতি এবং সহজলভ্যতা

সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে এবং চিকিৎসকদের প্রচেষ্টায় মানুষের মনোভাব পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে আইভিএফ-এর প্রচলন শুধু শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতে আইভিএফ-এর খরচ পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম হওয়ায় আন্তর্জাতিক রোগীরাও আকৃষ্ট হচ্ছেন এবং ভারতের নিঃসন্তান দম্পতিরাও নতুন আশার আলো দেখছেন।

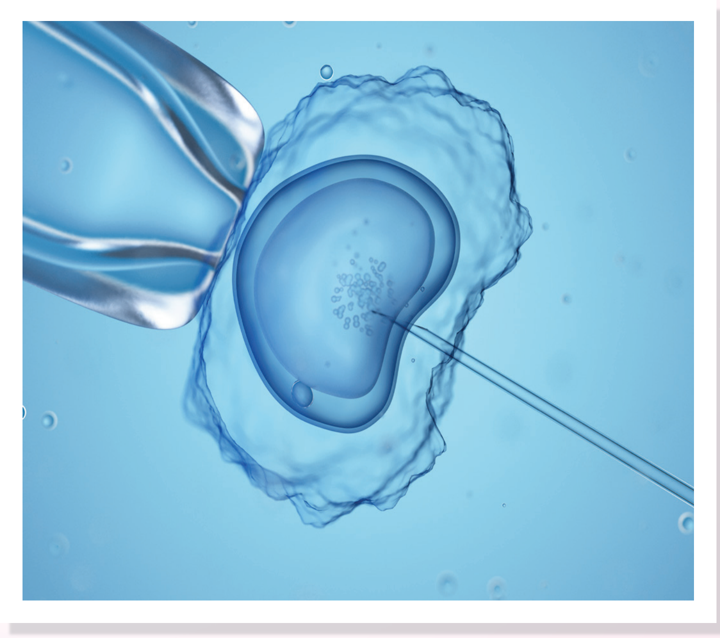

মানসিক এবং সামাজিক প্রভাব

আমরা ভুলে যেতে পারি না যে আইভিএফ-এর মানসিক যাত্রা অত্যন্ত গভীর। এটি খুবই আনন্দের বিষয় যে অনেক দম্পতি এবং একক মায়েরা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করতে এগিয়ে আসছেন, যাতে এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর হয় এবং অন্যদের আইভিএফ করার সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করা যায়। শিল্পপতি, লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাদের আইভিএফ অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ্যে বলেছেন। এর লক্ষ্য হল এই প্রক্রিয়াটিকে স্বাভাবিক করা এবং একই রকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া অন্যদের সমর্থন করা।

বর্তমান প্রবণতা

ভারতে আইভিএফ পরিষেবার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এর পেছনে কারণ হলো জীবনযাত্রার পরিবর্তন, পিতৃত্ব-মাতৃত্বে বিলম্ব এবং বন্ধ্যাত্বের হার বৃদ্ধি। উন্নত প্রযুক্তি, ভালো চিকিৎসা পরিকাঠামো এবং সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন এই বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করছে।

আইভিএফ ভারতে প্রযুক্তি, সহনশীলতা এবং আশার ওপর ভরসা করে ক্রমাগত উন্নতি করে চলেছে, যাতে নিঃসন্তান দম্পতিরা তাদের পিতৃত্বের - মাতৃত্বের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে।

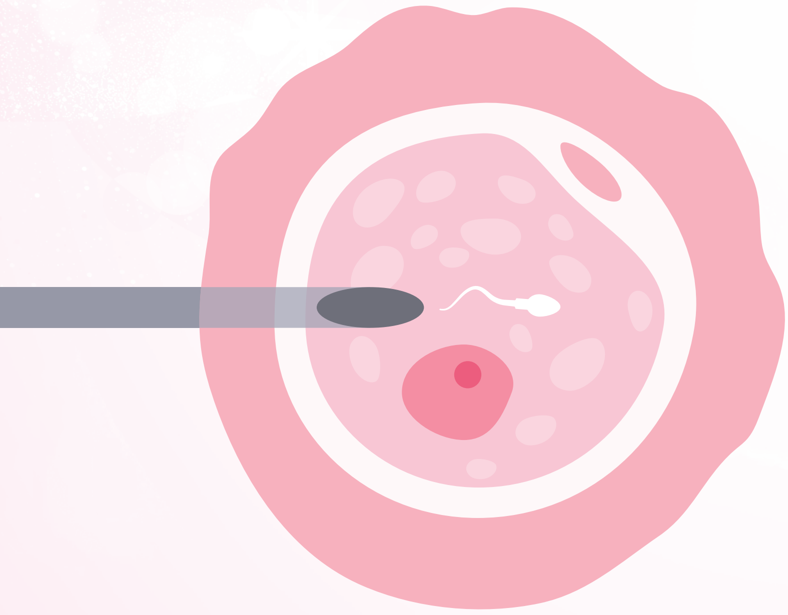

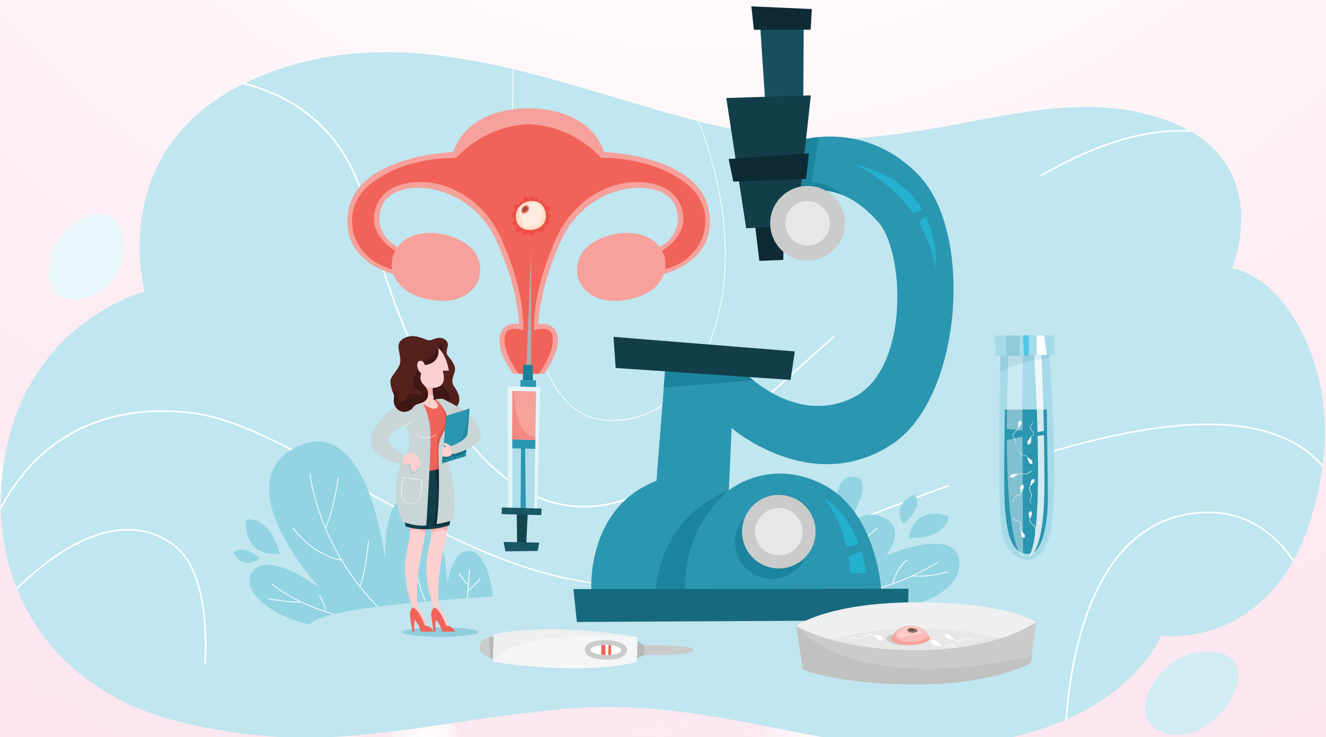

পেশেন্ট বার্তা

শুক্লা ব্যানার্জি এবং চন্দন ব্যানার্জি

আভা সার্জি সেন্টার - একটি নীরব বিপ্লব করছে যা মানবজাতির জন্য আরও ভালো এবং স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। একটি পরিবারকে সুখের উপহার দিয়ে আলোকিত করার জন্য এটি একটি "প্রতিশ্রুতি"। আলোচনার বাইরে থেকেও, আপনি লক্ষ লক্ষ পরিবারের জীবন আলোকিত করছেন এবং আমার বাড়িকেও সর্বাধিক মূল্যবান রত্ন দিয়ে আলোকিত করেছেন, যা আমি সবসময় কাছে রাখব।

আমাদের হৃদয়ের অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি আপনি আরও অনেক জীবন, আরও অনেক পরিবারকে আলোকিত করতে সফল হবেন।

ধন্যবাদ, ডঃ বাণী স্যার এবং ডঃ কঙ্কণ ম্যাডাম, আমাদের সবচেয়ে কঠিন সময়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আশাহীন না হতে সাহস দেওয়ার জন্য। আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সংযুক্তা বাগচী

বিবাহিত জীবনের 15 বছর পার হয়ে এসে "মা" ডাক শোনার সৌভাগ্য লাভ করি 2014 সালে। কিন্তু এই পথ সহজ ছিল না। পারিবারিক ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী Dr বানী কুমার মিত্র কে দেখাতে আসি 2012 সালে। প্রথমে N.G. Medicare তারপর সার্জি সেন্টার

স্যার আর কঙ্কন ম্যাডাম আমার কাছে আমার ভগবান। আমার জীবনের কঠিন তম দিনগুলো অনায়াসে পার হতে পেরেছিলাম এই দুজন মানুষের জন্য। সুরক্ষা, নিরাপত্তা, ভালবাসায় মুড়ে যাঁরা সব বাধা কে জয় করতে শিখিয়েছেন। মনের নানা অভিযোগ অভিমান কষ্টকে এক নিমেষে দুর করতে শিখিয়েছেন। ব্যর্থতার দিকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে জিততে শিখিয়েছেন। চোখের জল কে খুশির কান্নায় রূপান্তরিত করতে শিখিয়েছেন . . . হ্যাঁ . . . স্যার আর ম্যাডামই।

আরও একটা বাস্তব সত্য . . .

বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার জটিল ধাপ গুলো অনায়াসে অতিক্রম করতে পেরেছিলাম যাঁদের সহায়তায় . . . যাঁদের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব, সেই সার্জি সেন্টার আমার কাছে নিজের পরিবার।

যতদিন বেঁচে থাকব আজীবন এই ঋণ মাথায় করে রাখব।

দর্শনা বিশ্বাস ও সৌগত বিশ্বাস

আভা সার্জি সেন্টার, ডা. বানী কুমার মিত্র এবং ডা. কনকন মিত্রের দক্ষ নেতৃত্বে, সেই সকল দম্পতিদের জন্য আশার আলো যারা পরিবার গঠনের স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের গভীর চিকিৎসাগত জ্ঞান ও দিকনির্দেশনায় শত শত দম্পতি অভিভাবক হওয়ার আনন্দ উপভোগ করেছেন।

ডা. বানী কুমার মিত্র এবং ডা. কনকন মিত্র শুধুমাত্র দক্ষ চিকিৎসক নন, তাঁরা সহানুভূতিশীল ও মানবিকও, যা আমাদের সত্যিই মুগ্ধ করেছে। তাঁদের পুরো দল অত্যন্ত পেশাদার এবং রোগী-কেন্দ্রিক। তাঁরা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ধৈর্যসহকারে দেন, প্রতিটি প্রক্রিয়ার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন এবং প্রতিটি ধাপে মানসিক ও আবেগগত সহায়তা প্রদান করেন—তাঁদের দল প্রতিটি ক্ষেত্রে অসাধারণ।

আমরা অভা সার্জি সেন্টার এবং মিত্র দম্পতির প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই কেন্দ্রটি তাঁদের জন্য এক আশার আলো, যারা নিজেদের জীবনে সন্তানের আনন্দ পেতে চান। অভা-তে আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও স্মরণীয়।

আমরা সকল আগ্রহী দম্পতিকে অভা সার্জি সেন্টারের পরিষেবা গ্রহণের সুপারিশ করি।

নন্দিতা ভট্টাচার্য্য

আমার আভা -র যাত্রা শুরু হয়েছিল 2006 সালে, যখন আমি প্রথমবার গর্ভবতী হই। ডাঃ বাণী কুমার মিত্র একজন অসাধারণ চিকিৎসক, যিনি প্রতিটি রোগীকে অত্যন্ত যত্ন এবং ব্যক্তিগত নজরদারির সাথে চিকিৎসা করেন। পরে 2012 সালে, যখন আমি দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হই, তখন আবারও আভাতেই যাই, কারণ আমি ডাঃ বাণী মিত্র, ডাঃ কঙ্কণ মিত্র এবং তাদের অসাধারণ এবং বিশেষ পরিষেবা পেতে চেয়েছিলাম।

এই কেন্দ্রটি আধুনিক এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে সজ্জিত, যা রোগীদের জন্য এক ছাদের নিচে সৎ ও সম্পূর্ণ পরিষেবা দেয়।

যেকোনো প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমস্যার জন্য আমি দৃঢ়ভাবে সবাইকে আভা সার্জি সেন্টারে যাওয়ার পরামর্শ দেব, কারণ এখানে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে চিকিৎসা করানো যায়।

শাস্বতী মাঝি এবং প্রদীপ মাঝি

সত্যি বলতে, আমি সার্জি সেন্টারে নেগেটিভ মানসিকতা নিয়ে এসেছিলাম, কারণ এর আগে একাধিক আইভিএফ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং অনেক ডাক্তারদের বাণিজ্যিক মনোভাব দেখে মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু সার্জি সেন্টারের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ভালো পরিবেশ আমার আই ভি এফ সম্পর্কে ধারণা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে।

আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায় উপহার দেওয়ার জন্য আমরা ডাঃ বি.কে. মিত্র এবং ডাঃ কঙ্কণ মিত্রের প্রতি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। আমরা এখন একটি পুত্রসন্তানের আশীর্বাদ পেয়েছি, যা সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি (যদিও একটু দীর্ঘ!) এবং সার্জি সেন্টারে পাওয়া অসাধারণ পরামর্শের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

বিশেষ ধন্যবাদ ডাঃ কঙ্কণ মিত্রকে, যিনি তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ স্বভাবের মাধ্যমে আমাদের এখনও কাছাকাছি রেখেছেন।

ডাঃ মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ সুপ্রতিম মণ্ডল

বছরের পর বছর সংগ্রামের পর, অবশেষে আমাদের মাতৃত্বের ও পিতৃত্বের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো কলকাতার আভা সার্জি সেন্টারে। তিন বছরের পরিশ্রমী চিকিৎসার পর আমরা যমজ পুত্রসন্তানের আশীর্বাদ পেয়েছি। এই অলৌকিক ঘটনাটি সম্ভব হয়েছে ডাঃ বানী কুমার মিত্রের অনন্য দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার জন্য, যিনি বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। তাঁর জ্ঞান, নৈতিকতা এবং প্রতিশ্রুতি সত্যিই প্রশংসনীয়।

ডাঃ কঙ্কণ মিত্র, যিনি একজন প্রখ্যাত ক্লিনিক্যাল এমব্রিওলজিস্ট এবং গোটা ভারতে তাঁর নিখুঁততা ও পেশাদারিত্বের জন্য পরিচিত, তিনিও সমানভাবে প্রশংসার যোগ্য।

সার্জি সেন্টারের কর্মীরা অত্যন্ত প্রশিক্ষিত এবং সহানুভূতিশীল, রোগীদের জন্য একটি যত্নশীল পরিবেশ তৈরি করে। এই ক্লিনিকের চিকিৎসার খরচ কলকাতার অন্যান্য আইভিএফ সেন্টারের তুলনায় সাশ্রয়ী, এবং এর সাফল্যের হারও দারুণ।

আমাদের কাছে ডাঃ বি.কে. মিত্র এবং ডাঃ কঙ্কণ মিত্র ঈশ্বরতুল্য। যারা বন্ধ্যাত্ব সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছেন, তাদের আমরা আন্তরিকভাবে আভা সার্জি সেন্টারে যাওয়ার পরামর্শ দিই। এটি এক আশার আলো এবং উৎকর্ষতার উদাহরণ। আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান উপহার দেওয়ার জন্য আমরা পুরো টিমের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সুচিস্মিতা সেন এবং মৈনাক সরকার

"আভা সার্জি সেন্টার" – এক আশার আলো

প্রাকৃতিকভাবে সন্তান ধারণের জন্য বছরের পর বছর চেষ্টা করার পর, আমি সব আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর আমি এই ক্লিনিকে আসি। এই ক্লিনিক তুলনাহীন – ডাক্তারদের দক্ষতা, আধুনিক সরঞ্জাম, যত্ন, দিকনির্দেশনা, বিশ্বস্ত হাত, অভিজ্ঞতা, কর্মচারীদের আন্তরিকতা এবং প্রেরণা সত্যিই অনন্য।

আমার আইভিএফ যাত্রাটি অত্যন্ত মসৃণ এবং স্মরণীয় ছিল। বিবাহের ৪ বছর পর আমি একটি সুস্থ পুত্রসন্তানের আশীর্বাদ পেয়েছি। ডাঃ বানী মিত্র, ডাঃ কঙ্কণ মিত্র এবং তাদের পুরো টিমকে অসীম ধন্যবাদ।

যারা তাদের পরিবার সম্পূর্ণ করতে চান, আমি এই ক্লিনিকটিতে যেতে আন্তরিকভাবে পরামর্শ দেবো।

শাহানা সেনগুপ্ত ও কুনাল সেনগুপ্ত

অপেক্ষা থেকে আলো: অলৌকিকতা এবং মাতৃত্বের ও পিতৃত্বের একটি যাত্রা সবাই বলে, ঈশ্বর সব জায়গায় থাকতে পারেন না, তাই তিনি পিতামাতাকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাদের কথা ভাবুন, যাদের হৃদয় ভালোবাসায় পূর্ণ, কিন্তু সেই ভালোবাসা দেওয়ার জন্য ছোট্ট এক শিশুর অপেক্ষায় থাকে, যে কিনা কোথাও লুকিয়ে আছে। কবে সেই শিশুটি তাদের জীবনে আসবে? কবে তাদের পৃথিবী মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের আলোয় আলোকিত হবে? কবে ঈশ্বর তাদের প্রার্থনার জবাব দেবেন?

আমরা ছিলাম এমনই এক দম্পতি, যারা সাত বছরের দীর্ঘ সময় ধরে উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। একের পর এক জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু কোন সমাধান পাইনি। বারবার ভাগ্যের ওপর প্রশ্ন তুলতাম - “আমাদের সঙ্গেই কেন এমন হচ্ছে? আমরা কোথায় ভুল করলাম?” সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নগুলো আরও ভারী হয়ে উঠছিল।

2016 সালে, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আমরা শুনলাম ডা. বাণী মিত্র ও ডা. কঙ্কণ মিত্রের কথা। একটুখানি আশা নিয়ে আমরা তাদের দুনিয়ায় পা রাখলাম - আভা সার্জি সেন্টার। এখানে এসে বুঝলাম আমরা একা নই। প্রতিদিনই অসংখ্য দম্পতি এখানে আসেন, যারা আমাদের মতোই তাদের ‘ভালো খবর’-এর জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমাদের জন্য ডা. বাণী মিত্র এবং ডা. কঙ্কণ মিত্র হয়ে উঠলেন ঈশ্বরের মতো। বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা কঠিন, অনিশ্চিত এবং ব্যক্তিগত। একেকজনের জন্য একেক পথ কাজ করে। আমাদের ক্ষেত্রে এই যাত্রা ছিল বাধা ও বিপত্তিতে ভরা, কিন্তু আমরা ভেঙে পড়িনি। কারণ তারা আমাদের মধ্যে এক অটুট বিশ্বাস তৈরি করেছিলেন। কঙ্কণ ম্যাডামের উৎসাহ ও সাহস আমাদের সবচেয়ে অন্ধকার সময়েও আলোর মতো কাজ করেছে।

আভা সার্জি সেন্টারের পুরো দল, ডা. বাণী মিত্র ও ডা. কঙ্কণ মিত্রের নেতৃত্বে, আমাদের সমস্যাগুলোর প্রতিটি দিক নিয়ে গভীরভাবে কাজ করলেন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিভিন্ন পথ অনুসন্ধান এবং আমাদের প্রতি তাদের অটুট বিশ্বাসের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। যখন আমি ভেবেছিলাম আর চেষ্টা করব না, তখন কঙ্কণ ম্যাডাম আমাকে আশ্বস্ত করলেন। তার কথাগুলো আমার মনে শক্তি জুগিয়েছিল।

তার একটি কথা আমি কখনও ভুলব না: “শান্ত থাকুন, বেশি ভাববেন না। স্বাভাবিক জীবনযাপন করুন।” এই কথাগুলো আমাকে শক্ত রেখেছিল।

এরপর একদিন সেই দারুণ মুহূর্ত এল। 2019 সালের 7 ফেব্রুয়ারি, আমি যখন অপারেশন থিয়েটারে ছিলাম, তখন দেখলাম ডা. বাণী মিত্র আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, তার মুখে একটি উজ্জ্বল হাসি। যেন ঈশ্বর নিজে আমাকে সাহস জোগাতে এসেছেন।

আমার সন্তানের প্রথম কান্নার শব্দ যখন শোনা গেল, তখন বাণী স্যার হাসিমুখে বললেন, “এখন তো খুশি?” সেই মুহূর্তে, আমাদের সব কষ্ট, দুঃখ, আর প্রার্থনা যেন সার্থক হয়ে গেল।

ডা. বাণী মিত্র ও ডা. কঙ্কণ মিত্র শুধু আমাদের একটি সন্তান দেননি, তারা আমাদের আশা, বিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞতার এক জীবন দিয়েছেন। তাদের সহানুভূতি, আত্মবিশ্বাস এবং রোগীর জন্য নিরলস প্রচেষ্টা তাদেরকে অনন্য করে তুলেছে।

আমাদের কাছে, ঈশ্বর যদি মানুষ হন, তবে তিনি অবশ্যই ডা. বাণী মিত্র ও ডা. কঙ্কণ মিত্র। তাদের কাছে আমরা চিরকাল ঋণী।

জয়ন্তী শেঠ

আমি 2015 থেকে 2017 পর্যন্ত ডা. বাণী কুমার মিত্রের রোগী ছিলাম। আমি আমার গর্ভধারণের জন্য এ.আর.টি. চিকিৎসার মধ্য দিয়ে গিয়েছি। পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সুন্দর এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল। এই চিকিৎসার সময় আমি ডা. কঙ্কন মিত্র ম্যাডামের সঙ্গে পরিচিত হই, যিনি শুধু আমার শারীরিক সমস্যার যত্নই নেননি, বরং মানসিকভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, যা আমাকে সত্যিই অবাক করেছে। সত্যি বলতে, কলকাতার অন্য কোনো আইভিএফ কেন্দ্রে আমি এমন মনোবল পাইনি।

ডা. মিত্রের আইভিএফ চিকিৎসায় বিশাল অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান রয়েছে, এবং প্রতিটি রোগীর প্রতি তার সহানুভূতিশীল মনোভাব এই সেন্টারটিকে কলকাতার সেরা আইভিএফ সেন্টার করে তুলেছে।

মৌমিতা মুখার্জি ও জয়দীপ্ত ভট্টাচার্য্য

আমরা আভা সার্জি সেন্টারের পুরো টিমের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তাদের অসাধারণ যত্ন ও উৎসাহের জন্য আমরা আজ আমাদের সুন্দর জমজ সন্তানের মা-বাবা হতে পেরেছি। 12 বছরের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন ও অগণিত বাধা বিপত্তির পর, তাদের দক্ষতা, সহানুভূতি এবং নিষ্ঠা আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছে। যে যাত্রা একসময় অত্যন্ত কঠিন মনে হতো, তা তাদের নির্দেশনার অধীনে একেবারে সহজ হয়ে গেছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাদের জীবনে এক নতুন দিক খুলে দিয়েছে, যা আমাদের জীবনকে উদ্দেশ্য, আনন্দ ও নতুন আশায় ভরিয়ে দিয়েছে। আমাদের কাছে এর অর্থ কতটা গভীর, তা কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু আমরা মন থেকে ধন্যবাদ জানাই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য।

আপনার সেন্টার আমাদের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে, এবং আমরা সর্বদা এই অসাধারণ যত্নের জন্য অন্যদের এই সেন্টারটিতে আসার পরামর্শ দেবো।

নিকিতা লাহোটি ও অনুজ লাহোটি

আমি আভা সার্জি সেন্টারের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব, কারণ তারা আমাদের পরিবার শুরু করতে সাহায্য করেছে! তারা আমার মা হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছে, এর জন্য আমি তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। মাত্র একবারেই আমি একটি সুন্দর পুত্রসন্তানের মা হতে পেরেছি।

পুরো টিম পুরো প্রক্রিয়ার সময় অসাধারণ যত্ন ও সহায়তা করেছে, যা আমাকে প্রতিটি ধাপে আত্মবিশ্বাসী এবং আশাবাদী হতে সাহায্য করেছে। তাদের দক্ষতা ও ব্যক্তিগত যত্ন সত্যিই সবকিছু বদলে দিয়েছে।

অমৃতা সেনগুপ্তা এবং অরিন্দম সেনগুপ্তা

প্রত্যেক দম্পতির জীবনের সবচেয়ে বড় চাহিদা সুস্থ সবল সন্তানের জন্ম দেওয়া। আমাদের এই দীর্ঘ যাত্রায় যারা আমাদের মেরুদন্ড ছিলেন তাঁরা হলেন ডাক্তার বাণী কুমার মিত্র এবং ডাক্তার কঙ্কনা মিত্র (Surgy Centre)। তাঁরা আমাদের কাছে ভগবান তুল্য। তাদের গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পরামর্শ, তাদের প্রদর্শিত পথ মেনে চলেছি বলেই আজ আমরা এক সুস্থ সন্তানের মাতা পিতা। সেন্টার এর প্রতিটি মানুষের পরিষেবা ভীষণ আন্তরিক। আমরা অন্তর থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

তিরুমালা বিশ্বাস এবং সুমন বিশ্বাস

ডা. বি .কে. মিত্র, আপনি আমার হৃদয়ে চিরকাল একটি বিশেষ স্থান ধরে রাখবেন। আপনার অসাধারণ যত্ন ও দক্ষতা আমার জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। আমাকে মা হতে সাহায্য করার পাশাপাশি, আমার ওভেরিয়ান সিস্টেকটমি-এর যাত্রায় আমাকে পথ দেখিয়ে আপনি সবসময় স্বস্তি, শক্তি এবং আশা যুগিয়েছেন।

আমি চিরকাল আপনার দয়া, সহানুভূতি এবং রোগীদের প্রতি আপনার নিষ্ঠার জন্য কৃতজ্ঞ থাকব। আপনি একজন অসাধারণ ডাক্তার এবং একজন অবিশ্বাস্য মানুষ। আপনাকে আমার অন্তরের গভীর থেকে ধন্যবাদ।

চন্দ্রাণী খান এবং অরুণাভ খান

আভা সার্জি সেন্টারের সঙ্গে মাতৃত্বের পথে এক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ যাত্রা

আমি আমার অসাধারণ অভিজ্ঞতা জানাতে খুবই উত্তেজিত, যা আমি আভা সার্জি সেন্টারে পেয়েছি, যেখানে ডা. বাণী মিত্র এবং ডা. কঙ্কন মিত্রের মতো দক্ষ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ছিলাম। প্রথম দিন থেকেই আমি বুঝেছিলাম, আমি এমন কিছু মানুষের হাতে আছি, যারা রোগীদের প্রতি আন্তরিকভাবে যত্নশীল।

সেন্টারটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে সজ্জিত, যা সঠিক রোগ নির্ণয় এবং কার্যকরী চিকিৎসা নিশ্চিত করে। তবে আধুনিক সরঞ্জামের বাইরেও, যা সত্যিই আভা সার্জি সেন্টারকে আলাদা করে তোলে, তা হলো পুরো টিমের সহানুভূতিশীল এবং ব্যক্তিগত যত্ন। তারা শুধু আমার শারীরিক সমস্যাগুলো সমাধান করেনি, বরং কঠিন সময়ে আমার মনোবলও বাড়িয়েছে।

তাদের দক্ষতা এবং অক্লান্ত সহায়তার জন্য আজ আমি একজন গর্বিত মা, যা আমি একসময় কেবল স্বপ্ন বলেই মনে করতাম। আমার জীবনের এই পরিবর্তনের জন্য আমি তাদের প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ তা কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

যারা মাতৃত্বের পথে আশার আলো খুঁজছেন, তাদেরকে আমি আভা সার্জি সেন্টারে আসার জন্য মন থেকে পরামর্শ দেবো। তারা সত্যিই পরিবার গড়ার জন্য একটি আশা ও আলোর প্রতীক।

ধন্যবাদ, ডাক্তার।

MY FIRST MEAL

নুদরাত আলম এবং জাফর রহমান

আমি আভা সার্জি সেন্টারে ডা. বাণী কুমার মিত্র, ডা. কঙ্কন দাস মিত্র এবং ডা. নীলোৎপল রায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত অসাধারণ যত্ন নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা জানাতে বাধ্য।

সেন্টারটি অত্যন্ত আধুনিক এবং সুসজ্জিত, যা পরিষ্কার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ দেয়। স্টাফরা অত্যন্ত আন্তরিক এবং পেশাদার ছিলেন, যা প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলোকে ঝামেলামুক্ত ও আরামদায়ক করে তুলেছিল।

ডা. বাণী কুমার মিত্র প্রথম পরামর্শ থেকেই আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন। তার রোগীর প্রতি যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি উদাহরণযোগ্য। তিনি আমার সমস্যাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন, প্রক্রিয়াটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ঝুঁকি ও সুবিধাগুলি বিস্তারিতভাবে বোঝানোর মাধ্যমে আমাকে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করেছেন। তার ব্যবহারে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে আমি সঠিক হাতে আছি।

ডা. কঙ্কন দাস মিত্র তার কাজকে নিখুঁতভাবে পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি শুধু দক্ষই নন, বরং তার সহানুভূতিশীল আচরণ বিরল। ফলো-আপে তিনি মনোযোগী ছিলেন এবং আমার মানসিক অবস্থার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। জটিল মেডিকেল তথ্য সহজভাবে ব্যাখ্যা করার তার ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল এবং আমি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া জুড়ে আশ্বাস পেয়েছি, যা আমার উদ্বেগকে অনেকটাই লাঘব করেছে।

সামগ্রিকভাবে, ডা. বাণী কুমার মিত্র এবং ডা. কঙ্কন দাস মিত্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য আভা সার্জি সেন্টারে আমার অভিজ্ঞতা অসাধারণ হয়েছে। তারা সত্যিই পেশাদারিত্ব, দক্ষতা এবং সহানুভূতির প্রতীক।

আমি আভা সার্জি সেন্টারে আসার জন্য মন থেকে পরামর্শ দেবো এবং নিশ্চিতভাবে বলছি, এখানে আপনি সর্বোচ্চ স্তরের যত্ন পাবেন।

কোয়েল বোস এবং উৎসব বসু

আমি যমজ সন্তানের মা, তাই আমার গর্ভাবস্থা ছিল সাধারণ গর্ভাবস্থার থেকে একটু আলাদা। আভা সেন্টার আমাকে এই যাত্রায় সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

আমার পুরো গর্ভাবস্থায় আভা সেন্টার সঠিক চিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে সফলভাবে আমার যমজ পুত্রসন্তানের জন্ম নিশ্চিত করেছে।

আভা সেন্টারের সব ডাক্তারদের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

রিচা ভার্মা এবং হিমাংশু ভার্মা

স্টাফদের ভালো ও দায়িত্বশীল আচরণ এবং ডা. বাণী কুমার মিত্র স্যারের পরিচালনায় সেরা চিকিৎসা সেবা পাওয়া গেছে আভা সার্জি সেন্টারে। এমন ভালো অভিজ্ঞতার জন্য ধন্যবাদ।

স্বাগতা চট্টোপাধ্যায় এবং পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি আভা সার্জি সেন্টারের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ, যারা আমার হাতে ঈশ্বরের উপহার দিয়েছে। এখানে আসার আগে অনেক কষ্ট পেয়েছিলাম। এক বছরেরও কম সময়ে স্যার বি কে মিত্র, কঙ্কনা ম্যাডাম, ডা. এন রায় এবং তাঁদের দলের সঙ্গে পরামর্শ শুরু করার পর অবশেষে আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করল। এই প্রতিষ্ঠানটি রোগীদের সঙ্গে খুবই আন্তরিক। ভবিষ্যত মায়েদের মানসিক উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির সকল সদস্যকে বিশেষ ধন্যবাদ।

অলিভিয়া রায় এবং সৌরভ দাস

আমি আভা সার্জি সেন্টার থেকে খুব ভালো চিকিৎসা পেয়েছি এবং আমি এতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। এখানে দুইজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার, বাণী কুমার মিত্র এবং নিলোৎপল রায়, অসাধারণ চিকিৎসা করেছেন। তারা আমাদের সমস্যা ধৈর্য সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন। আমার রোগী এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক উপকার পেয়েছে। আমি আভা সার্জি সেন্টারে আসার জন্য মন থেকে পরামর্শ দেবো।

দেবারতি চৌধুরী ত্রিবেদী এবং সৌম্য সুন্দর ত্রিবেদী

পৃথিবীর সব থেকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার শব্দ - "মা"।

আমার জীবনে একত্রে এক ছেলে ও এক মেয়ের "মা" ডাক শোনার সৌভাগ্য হয়েছে বেহালার বীরেন রায় রোডের 'আভা সারজি সেন্টার' নামক এই বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের দৌলতে। না, আমি বিশ্বস্ত শব্দটি প্রথম প্রয়াসে IVF সাফল্যের জন্যই শুধু বলিনি, বলেছি কারন সত্যিই এই প্রতিষ্ঠান ভরসার যোগ্য, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা গাইনোকোলজিক্যাল জটিলতায় অসহায় হয়ে উদভ্রান্ত। অনেক অনুর্বর পথ অতিক্রম করেই আলোর দিশা দেখেছি এই আভা সারজি সেন্টারে এসে। কাউন্সিলিং থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায় খুবই সন্তর্পনে এবং মানবিকতার সঙ্গে চিকিৎসা করেন এই সেন্টারের প্রত্যেকে (ডাক্তার স্যার-ম্যাডাম, নার্স ও সকল স্তরের কর্মী বৃন্দ নির্বিশেষে)। পাঁচ জন ডাক্তার - ডাঃ বানী কুমার মিত্র, ডাঃ কঙ্কন দাস মিত্র, ডাঃ কাঞ্চন মুখার্জি, ডাঃ ধৃতব্রত দাস এবং ডাঃ নীলোৎপল রায় যাঁদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আমি এসেছিলাম তাঁরা আমার কাছে মনুষ্যরূপী ঈশ্বর। আমি এই প্রতিষ্ঠান এবং সম্পর্কিত সকলের সার্বিক উন্নতি কামনা করি। সকল বর্তমান এবং ভবিষ্যত পেশেন্টদের প্রতি আমার একটাই নিবেদন ওনারা যেন সম্পূর্ণ ধৈর্য ও আস্থা রেখে ট্রিটমেন্ট সম্পর্কীত সকল সাবধানতা যা সারজি সেন্টারের তরফ থেকে বলা হবে তা যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করেন। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করবেন এই আশা রাখি।।

সুপর্ণা মিত্র এবং দেবায়ন মিত্র

আমা.দের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর এবং অনেক ডাক্তারকে পরামর্শ করার পর, আভা সার্জি সেন্টার ছিল আমাদের শেষ আশ্রয়। তাদের পরিশ্রমী চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের আশ্বস্ত করেছিল, এবং ডা. বাণী কুমার মিত্র স্যারের অভিজ্ঞ চিকিৎসার অগ্রগতি আমাদের আস্থা রেখেছিল। ডা. বাণী কুমার মিত্র ছিলেন কঠোর কিন্তু যত্নশীল। এছাড়াও, ডা. কঙ্কনা দাস মিত্রের চিকিৎসা এবং মায়ের মতো পরামর্শ আমাদের কোনো সন্দেহের অবকাশ দেয়নি যে আমরা সঠিক হাতে রয়েছি।

জুঁই কর্মকার এবং দেবাশীষ কর্মকার

আমি আমার অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ডাঃ নীলোৎপল রায় স্যার এবং ডাঃ বাণী কুমার মিত্র স্যারকে। আমি আপনাদের কে অসাধারণ যত্নের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি, সকল কর্মীদের ভালো ব্যবহারের জন্য এবং সকল রোগীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

সঞ্জুক্তা মুখার্জি এবং তপন কুমার মণ্ডল

আভা সার্জি সেন্টার হল সেরা আইভিএফ চিকিৎসার কেন্দ্র। তিন বছরের চিকিৎসার পর অবশেষে আমরা আমাদের যমজ মেয়েদের বাবা ও মা হওয়ার আশীর্বাদ পেয়েছি এবং এটি শুধুমাত্র ডাঃ বাণী কুমার মিত্র এবং ডাঃ কঙ্কন মিত্রের জন্যই সম্ভব হয়েছে। সার্জি সেন্টারের সমস্ত কর্মী খুবই দক্ষ এবং সহায়ক। এখানের চিকিৎসার খরচ খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং এই ক্লিনিকের সাফল্যের হার সত্যিই অনেক বেশি।

ব্রততী মুখার্জি চক্রবর্তী এবং অর্ণব চক্রবর্তী

আভা সার্জি সেন্টারের মাধ্যমে আইভিএফ পদ্ধতিতে বাবা-মা হওয়া আমাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় এবং গভীর অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে একটি। এই যাত্রাটি ছিল আশা, ধৈর্য এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পূর্ণ, এবং আজ আমার সন্তানদের কোলে ধরে রাখার পর মনে হয় সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও এটি সার্থক হয়েছে। ডাঃ বাণী কুমার মিত্র স্যার এবং ডাঃ কঙ্কন ম্যাডাম এই অমূল্য উপহার দিয়েছেন, যা আমরা একসময় ভাবতাম হয়তো কখনও সম্ভব হবে না। আমাদের সন্তানদের বড় হতে, হাসতে এবং আনন্দে ভরে উঠতে দেখে আমরা কৃতজ্ঞ। এই অসাধারণ প্রক্রিয়াটি আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ এনে দিয়েছে এবং দেখিয়েছে যে ভালবাসার শক্তি এবং বিজ্ঞানের দ্বারা কী আশ্চর্য ঘটানো যায়।

ঋতুপর্ণা সিনহা এবং কৌশিক সিনহা

আমাকে সুস্থ রাখার জন্য আমি আপনাকে যতই ধন্যবাদ জানাই সেটা কমই পরবে। আপনার দক্ষতা এবং সহানুভূতি আমার জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

আমি সত্যিই ধন্য যে আপনার এবং আপনার দলের মতো কর্মনিষ্ঠ এবং সহানুভূতিশীল মানুষদের কাছ থেকে যত্ন পেয়েছি। আপনার অবদান আমি চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখব।

অরুণা কুমারী এবং করুণাকর কুমারী

আভা সার্জি সেন্টার আমাদের সারা জীবনের জন্য আনন্দ দিয়েছে। কলকাতায় আইভিএফ-এর জন্য আভা সার্জি সেন্টার সেরা হাসপাতাল। ডা. বাণী কুমার মিত্র এবং ডা. কঙ্কণ মিত্র এখানে অসাধারণ যত্ন, দারুণ নজরদারি, চমৎকার পরিষেবা এবং জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে চিকিৎসা করেন।

আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ডা. বাণী মিত্র স্যার এবং ডা. কঙ্কণ মিত্র ম্যাডামের প্রতি, যাঁরা আমাদের দীর্ঘ ৪ বছরের অপেক্ষার পর আমাদের ছেলের বাবা-মা হতে সাহায্য করেছেন। বাণী স্যার এবং কঙ্কণ ম্যাডাম আমাদের কাছে ভগবানের মতো।

আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বর ওনাদের সবকিছু দিক যা ওনাদের প্রাপ্য, এবং দীর্ঘদিন স্বাস্থ্যকর জীবন দান করুন।

প্রতিমা মান্ডি এবং খগেন সরেন

বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কারণে, স্যার এবং ম্যাডামের পরামর্শ ও দিদিদের সাহায্যে প্রথম চিকিৎসাতেই আমি মা হতে পেরেছি। তাই, আমার কাছে "আভা সার্জি সেন্টার" হল সেরা আইভিএফ সেন্টার।

ধন্যবাদ "আভা"।

দোয়েল ঘোষ ঘড়ুই এবং অভিজিৎ ঘড়ুই

বিবাহের 5 বছর পর, আভা সার্জি সেন্টারের সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে আমি আমার ছোট্ট সন্তানদের আশীর্বাদ হিসাবে পেয়েছি। মা হতে না পারার যন্ত্রণায় আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি, তাই আমার কাছে আভা সার্জি সেন্টার ঈশ্বরের মতো।

সারদা রাঠি এবং মনোজ রাঠি:

আমি 2-3 টি আইভিএফ সেন্টারে গিয়েছি, কিন্তু সার্জি সেন্টারকে আমি সেরা মনে করি। প্রথমত, এখানে চিকিৎসার খরচ খুবই সাশ্রয়ী। দ্বিতীয়ত, তারা পুরো প্রক্রিয়াটি খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে। তৃতীয়ত, আমি দেখেছি এখানে সাফল্যের হার খুবই বেশি।

সব মিলিয়ে বলতে চাই, তারা সেরা।

রাজশ্রী ঘোষ এবং শুভঙ্কর ঘোষ

সার্জি সেন্টার আমাদের আইভিএফ যাত্রায় একেবারে জীবনদাতা হয়ে উঠেছে। সেখানে ডাক্তার এবং বিশেষজ্ঞদের সহানুভূতি এবং দক্ষতা অসাধারণ ছিল। পুরো প্রক্রিয়ার সময় আমরা অনুভব করেছি যে আমাদের কথা শোনা হচ্ছে, বোঝা হচ্ছে এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হচ্ছে।

আপনারা আমাদের জীবনে আশা এবং জীবনের উপহার দিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

ব্র্যান্ড আইডেন্টিটির বিবর্তন: আভা সার্জি সেন্টারের লোগো - যত্ন ও পরিচর্যার প্রতীক

গত তিরিশ বছর ধরে, আভা সার্জি সেন্টার একটি বিশ্বাস, যত্ন ও পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। আইভিএফ ও গাইনোকোলজির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এই কেন্দ্রটি শুধুমাত্র চিকিৎসার পথপ্রদর্শকই নয়, বরং রোগীদের সঙ্গে একটি আবেগপূর্ণ সম্পর্কও তৈরি করেছে। এই কেন্দ্রটির চিকিৎসার সাফল্যের পাশাপাশি, এর লোগো নীরবে আভার পথচলার গল্পও বলে চলেছে, যা করুণা, অগ্রগতি এবং রোগীদের সঙ্গে অটুট সংযোগের একটি চিহ্ন হয়ে উঠেছে। আসুন জেনে নিই কীভাবে এই লোগো সময়ের সঙ্গে বদলেছে, যেমন বদলেছে অসংখ্য মানুষের জীবন।

প্রথম ধাপ: 1994 সালের স্বপ্ন

আভা'র যাত্রা শুরু হয় 1994 সালে, নীরবে বুনে চলা এক আশার গল্প, যা অসংখ্য নারীর জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। সেই সূচনা ছিল একান্তই বিনম্র—একটি স্বপ্ন নিয়ে, যেখানে সেরা চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া হবে সবার কাছে, সাশ্রয়ী মূল্যে, যত্ন আর ভালোবাসার পরশে। তবে, 2019 সালে আভা সার্জি সেন্টার তাদের প্রথম লোগো তৈরি করে। এই ডিজাইনের মূল ভাবনা ছিল এক গভীর আবেগময় ধারণা—একজন মা নিজের গর্ভে শিশুকে স্নেহভরে আগলে রেখেছেন। সহজ কিন্তু আবেগপূর্ণ এই লোগো কেন্দ্রটির জীবনের যত্ন ও নারীদের কৈশোর, প্রজনন সমস্যার মোকাবিলা এবং মাতৃত্বের সময়ে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করত। যারা এই কেন্দ্রে এসেছেন, তাদের জন্য এটি ছিল আশার এক প্রতীক।

নতুন যুগ: সরলতা ও আধুনিকতার মিশ্রণ

কেন্দ্রটির প্রসার এবং সেবার পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। দ্বিতীয় লোগোটি আধুনিক ধাঁচে তৈরি হয়। এতে মায়ের কোলে শিশুর একটি সরল রেখাচিত্র ব্যবহৃত হয়, যা আগের আবেগময় ভাবনা ধরে রেখেও আধুনিক আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছিল। বাঁকানো রেখাগুলো উষ্ণতা ও বিশ্বাসের প্রতীক ছিল, আর হালকা গোলাপি রং ভালোবাসা, যত্ন এবং মাতৃশক্তিকে প্রকাশ করত। এই লোগো আভা সার্জি সেন্টারের বিজ্ঞান ও সহানুভূতির মিশ্রণে রোগীদের সহযোগী হিসেবে কাজ করার বার্তা বহন করত।

বিশেষ উদযাপন: ৩০ বছরের সাফল্যের লোগো

2024 সালে, আভা সার্জি সেন্টার আইভিএফ ও গাইনোকোলজির ক্ষেত্রে তিরিশ বছরের পথ চলার মাইলফলক স্পর্শ করে। এই অসাধারণ পথচলার উদযাপন করতে লোগোটির আরও একটি পরিবর্তন করা হয়। মায়ের কোলে শিশুর চিত্রটি আগের মতোই রাখা হয়। তবে এবার ডিজাইনে "30 বছর" শব্দটি যোগ করা হয়। এটি কেবলই একটি সংখ্যা নয়, বরং তিরিশ বছরের বিশ্বাস, আশা ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান। হালকা গোলাপি রং করুণা প্রকাশ করে, আর আধুনিক ছোঁয়া কেন্দ্রটির অগ্রসর চিন্তার প্রতীক।

বৃদ্ধি ও প্রতিশ্রুতির প্রতিচ্ছবি আভা সার্জি সেন্টারের লোগো সময়ের সঙ্গে বদলেছে, কিন্তু এর মূল মূল্যবোধ একই থেকেছে। লোগোর এই তিনটি ধাপ শুধু ডিজাইন নয়, এটি যত্ন, দৃঢ়তা ও প্রতিশ্রুতির একটি গল্প। 1994 সালের আবেগময় সূচনা থেকে আজকের আধুনিক রূপ পর্যন্ত, লোগোটি কেন্দ্রটির উদ্ভাবন গ্রহণের পাশাপাশি সহানুভূতিতে দৃঢ় থাকার যাত্রা প্রকাশ করে।

বিশ্বে যেখানে প্রতীক অনেক সময় শব্দের চেয়ে জোরালো বার্তা দেয়, আভা সার্জি সেন্টারের লোগো একটি নীরব কিন্তু শক্তিশালী স্মারক যা যত্ন, ক্ষমতায়ন এবং জীবনের পরিবর্তনের অঙ্গীকারকে মনে করিয়ে দেয়।

সগর্বে শিরোনামে

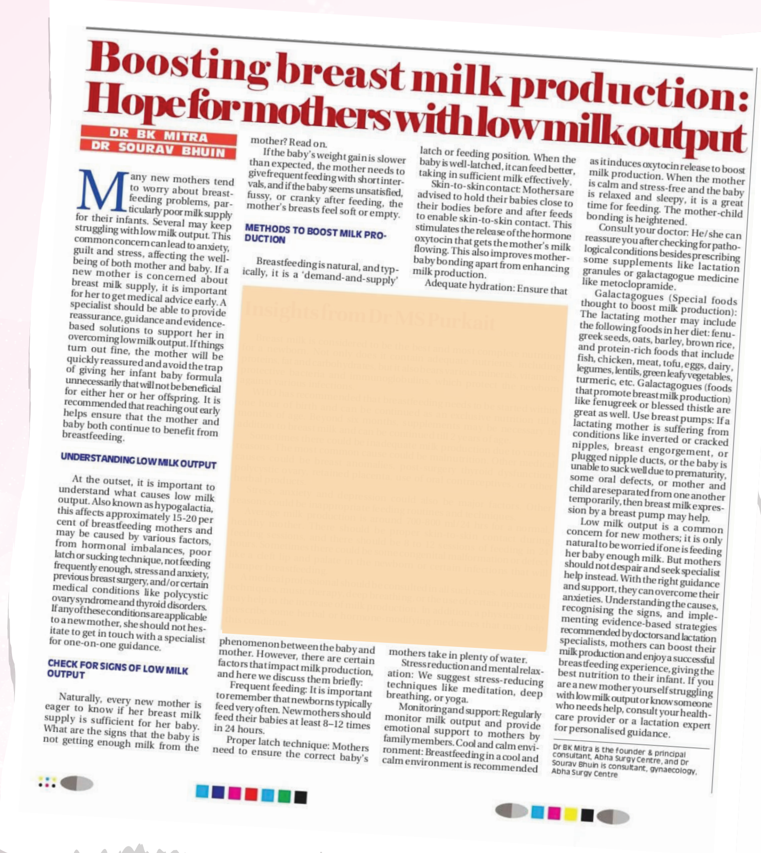

Boosting breast milk production: Hope for mothers with low milk output

DR BK MITRA
DR SOURAV BHUIN

Many new mothers tend to worry about breastfeeding problems, particularly poor milk supply for their infants. Several may keep struggling with low milk output. This common concern can lead to anxiety, guilt and stress, affecting the well-being of both mother and baby. If a new mother is concerned about breast milk supply, it is important for her to get medical advice early. A specialist should be able to provide reassurance, guidance and evidence-based solutions to support her in overcoming low milk output. If things turn out fine, the mother will be quickly reassured and avoid the trap of giving her infant baby formula unnecessarily that will not be beneficial for either her or her offspring. It is recommended that reaching out early helps ensure that the mother and baby both continue to benefit from breastfeeding.

UNDERSTANDING LOW MILK OUTPUT

At the outset, it is important to understand what causes low milk output. Also known as hypogalactia, this affects approximately 15-20 per cent of breastfeeding mothers and may be caused by various factors, from hormonal imbalances, poor latch or sucking technique, not feeding frequently enough, stress and anxiety, previous breast surgery, and/or certain medical conditions like polycystic ovary syndrome and thyroid disorders. If any of these conditions are applicable to a new mother, she should not hesitate to get in touch with a specialist for one-on-one guidance.

CHECK FOR SIGNS OF LOW MILK OUTPUT

Naturally, every new mother is eager to know if her breast milk supply is sufficient for her baby. What are the signs that the baby is not getting enough milk from the mother? Read on.

If the baby's weight gain is slower than expected, the mother needs to give frequent feeding with short intervals, and if the baby seems unsatisfied, fussy, or cranky after feeding, the mother's breasts feel soft or empty.

METHODS TO BOOST MILK PRODUCTION

Breastfeeding is natural, and typically, it is a 'demand-and-supply' phenomenon between the baby and mother. However, there are certain factors that impact milk production, and here we discuss them briefly:

Frequent feeding: It is important to remember that newborns typically feed very often. New mothers should feed their babies at least 8–12 times in 24 hours.

Proper latch technique: Mothers need to ensure the correct baby's latch or feeding position. When the baby is well-latched, it can feed better, taking in sufficient milk effectively.

Skin-to-skin contact: Mothers are advised to hold their babies close to their bodies before and after feeds to enable skin-to-skin contact. This stimulates the release of the hormone oxytocin that gets the mother's milk flowing. This also improves mother-baby bonding apart from enhancing milk production.

Adequate hydration: Ensure that mothers take in plenty of water.

Stress reduction and mental relaxation: We suggest stress-reducing techniques like meditation, deep breathing, or yoga.

Monitoring and support: Regularly monitor milk output and provide emotional support to mothers by family members. Cool and calm environment: Breastfeeding in a cool and calm environment is recommended as it induces oxytocin release to boost milk production. When the mother is calm and stress-free and the baby is relaxed and sleepy, it is a great time for feeding. The mother-child bonding is heightened.

Consult your doctor: He/she can reassure you after checking for pathological conditions besides prescribing some supplements like lactation granules or galactagogue medicine like metoclopramide.

Galactagogues (Special foods thought to boost milk production): The lactating mother may include the following foods in her diet: fenugreek seeds, oats, barley, brown rice, and protein-rich foods that include fish, chicken, meat, tofu, eggs, dairy, legumes, lentils, green leafy vegetables, turmeric, etc. Galactagogues (foods that promote breast milk production) like fenugreek or blessed thistle are great as well. Use breast pumps: If a lactating mother is suffering from conditions like inverted or cracked nipples, breast engorgement, or plugged nipple ducts, or the baby is unable to suck well due to prematurity, some oral defects, or mother and child are separated from one another temporarily, then breast milk expression by a breast pump may help.

Low milk output is a common concern for new mothers; it is only natural to be worried if one is feeding her baby enough milk. But mothers should not despair and seek specialist help instead. With the right guidance and support, they can overcome their anxieties. Understanding the causes, recognising the signs, and implementing evidence-based strategies recommended by doctors and lactation specialists, mothers can boost their milk production and enjoy a successful breastfeeding experience, giving the best nutrition to their infant. If you are a new mother yourself struggling with low milk output or know someone who needs help, consult your healthcare provider or a lactation expert for personalised guidance.

Dr BK Mitra is the founder & principal consultant, Abha Surgy Centre, and Dr Sourav Bhuin is consultant, gynaecology, Abha Surgy Centre

Bartaman

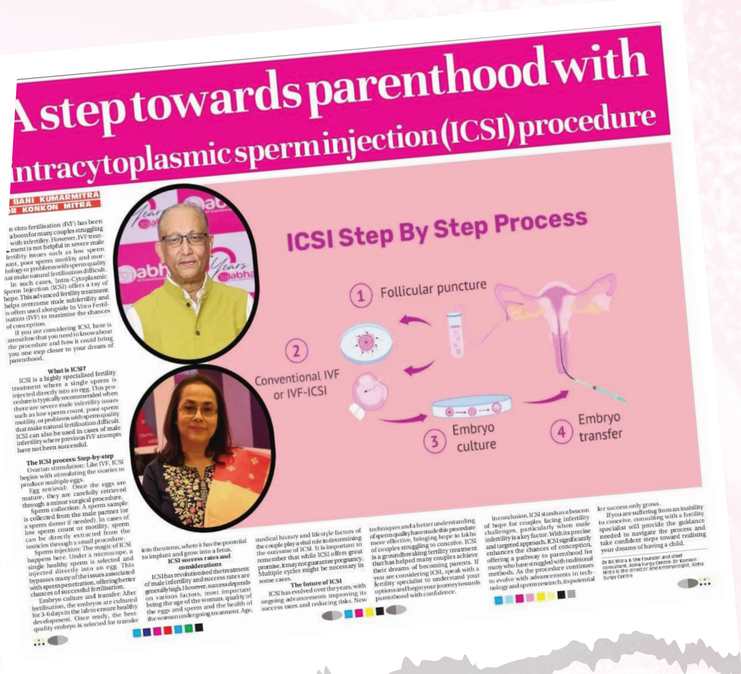

A step towards parenthood with Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) procedure

BANI KUMAR MITRA
R KONKON MITRA

n vitro fertilisation (IVF) has been a boon for many couples struggling with infertility. However, IVF treatment is not helpful in severe male fertility issues such as low sperm ount, poor sperm motility and mor- hology or problems with sperm quality nat make natural fertilisation difficult.

In such cases, Intra-Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) offers a ray of hope. This advanced fertility treatment helps overcome male subfertility and is often used alongside In Vitro Fertilisation (IVF) to maximise the chances of conception.

If you are considering ICSI, here is an outline that you need to know about the procedure and how it could bring you one step closer to your dream of parenthood.

What is ICSI?

ICSI is a highly specialised fertility treatment where a single sperm is injected directly into an egg. This procedure is typically recommended when there are severe male infertility issues such as low sperm count, poor sperm motility, or problems with sperm quality that make natural fertilisation difficult. ICSI can also be used in cases of male infertility where previous IVF attempts have not been successful.

The ICSI process: Step-by-step

Ovarian stimulation: Like IVF, ICSI begins with stimulating the ovaries to produce multiple eggs.

Egg retrieval: Once the eggs are mature, they are carefully retrieved through a minor surgical procedure.

Sperm collection: A sperm sample is collected from the male partner (or a sperm donor if needed). In cases of low sperm count or motility, sperm can be directly extracted from the testicles through a small procedure.

Sperm injection: The magic of ICSI happens here. Under a microscope, a single healthy sperm is selected and injected directly into an egg. This bypasses many of the issues associated with sperm penetration, offering better chances of successful fertilisation.

Embryo culture and transfer: After fertilisation, the embryos are cultured for 3-6 days in the lab to ensure healthy development. Once ready, the best-quality embryo is selected for transfer into the uterus, where it has the potential to implant and grow into a fetus.

ICSI success rates and considerations

ICSI has revolutionised the treatment of male infertility and success rates are generally high. However, success depends on various factors, most important being the age of the woman, quality of the eggs and sperm and the health of the woman undergoing treatment. Age, medical history and lifestyle factors of the couple play a vital role in determining the outcome of ICSI. It is important to remember that while ICSI offers great promise, it may not guarantee pregnancy. Multiple cycles might be necessary in some cases.

The future of ICSI

ICSI has evolved over the years, with ongoing advancements improving its success rates and reducing risks. New techniques and a better understanding of sperm quality have made this procedure more effective, bringing hope to lakhs of couples struggling to conceive. ICSI is a groundbreaking fertility treatment that has helped many couples achieve their dreams of becoming parents. If you are considering ICSI, speak with a fertility specialist to understand your options and begin your journey towards parenthood with confidence.

In conclusion, ICSI stands as a beacon of hope for couples facing infertility challenges, particularly when male infertility is a key factor. With its precise and targeted approach, ICSI significantly enhances the chances of conception, offering a pathway to parenthood for many who have struggled with traditional methods. As the procedure continues to evolve with advancements in technology and sperm research, its potential for success only grows.

If you are suffering from an inability to conceive, consulting with a fertility specialist will provide the guidance needed to navigate the process and take confident steps toward realising your dreams of having a child.

Dr BK Mitra is the founder and chief consultant, Abha Surgy Centre. Dr Konkon Mitra is the director and embryologist, Abha Surgy Centre

The Statesman

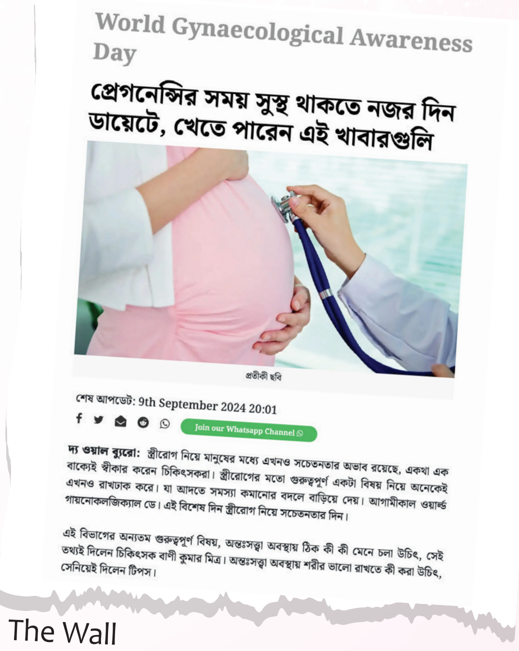

World Gynaecological Awareness Day

প্রেগনেন্সির সময় সুস্থ থাকতে নজর দিন ডায়েটে, খেতে পারেন এই খাবারগুলি

প্রতীকী ছবি

শেষ আপডেট: 9th September 2024 20:01

Join our Whatsapp Channel

দ্য ওয়াল ব্যুরো: স্ত্রীরোগ নিয়ে মানুষের মধ্যে এখনও সচেতনতার অভাব রয়েছে, একথা এক বাক্যেই স্বীকার করেন চিকিৎসকরা। স্ত্রীরোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে অনেকেই এখনও রাখঢাক করে। যা আদতে সমস্যা কমানোর বদলে বাড়িয়ে দেয়। আগামীকাল ওয়ার্ল্ড গায়নোকলজিক্যাল ডে। এই বিশেষ দিন স্ত্রীরোগ নিয়ে সচেতনতার দিন।

এই বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঠিক কী কী মেনে চলা উচিৎ, সেই তথ্যই দিলেন চিকিৎসক বাণী কুমার মিত্র। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় শরীর ভালো রাখতে কী করা উচিৎ, সেনিয়েই দিলেন টিপস।

The Wall

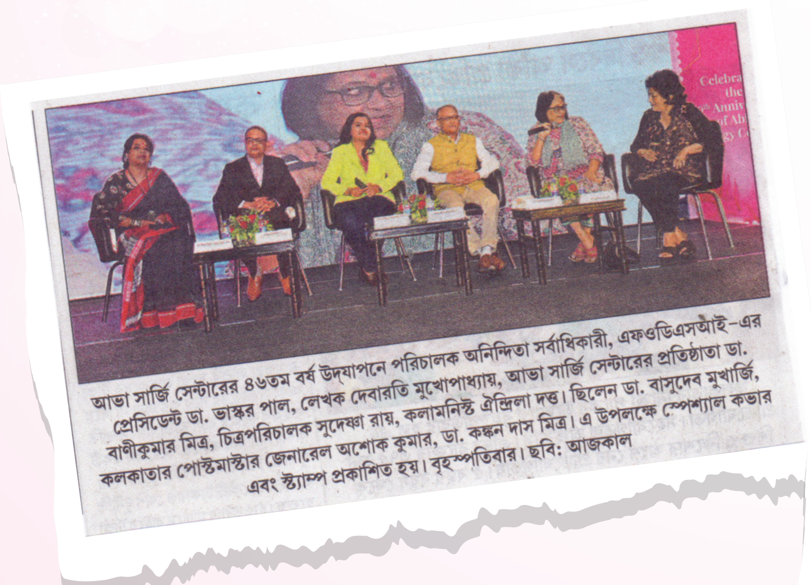

আভা সার্জি সেন্টারের ৪৬তম বর্ষ উদ্‌যাপনে পরিচালক অনিন্দিতা সর্বাধিকারী, এফওডিএসআই–এর প্রেসিডেন্ট ডা. ভাস্কর পাল, লেখক দেবারতি মুখোপাধ্যায়, আভা সার্জি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ডা. বাণীকুমার মিত্র, চিত্রপরিচালক সুদেষ্ণা রায়, কলামনিস্ট ঐন্দ্রিলা দত্ত। ছিলেন ডা. বাসুদেব মুখার্জি, কলকাতার পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার, ডা. কঙ্কন দাস মিত্র। এ উপলক্ষে স্পেশ্যাল কভার এবং স্ট্যাম্প প্রকাশিত হয়। বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

Aajkaal

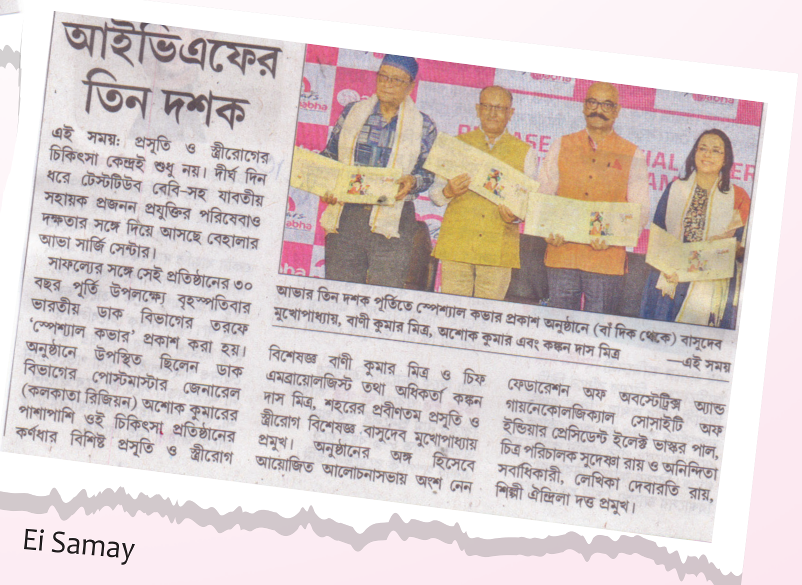

আইভিএফের তিন দশক

এই সময়: প্রসূতি ও স্ত্রীরোগের চিকিৎসা কেন্দ্রই শুধু নয়। দীর্ঘ দিন ধরে টেস্টটিউব বেবি-সহ যাবতীয় সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তির পরিষেবাও দক্ষতার সঙ্গে দিয়ে আসছে বেহালার আভা সার্জি সেন্টার।

সাফল্যের সঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠানের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ভারতীয় ডাক বিভাগের তরফে ‘স্পেশ্যাল কভার’ প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক বিভাগের পোস্টমাস্টার জেনারেল (কলকাতা রিজিয়ন) অশোক কুমারের পাশাপাশি ওই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বিশিষ্ট প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বাণী কুমার মিত্র ও চিফ এমব্রায়োলজিস্ট তথা অধিকর্তা কঙ্কন দাস মিত্র, শহরের প্রবীণতম প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বাসুদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত আলোচনাসভায় অংশ নেন ফেডারেশন অফ অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গায়নেকোলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ভাস্কর পাল, চিত্র পরিচালক সুদেষ্ণা রায় ও অনিন্দিতা সবাধিকারী, লেখিকা দেবারতি রায়, শিল্পী ঐন্দ্রিলা দত্ত প্রমুখ।

আভার তিন দশক পূর্তিতে স্পেশ্যাল কভার প্রকাশ অনুষ্ঠানে (বাঁ দিক থেকে) বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, বাণী কুমার মিত্র, অশোক কুমার এবং কঙ্কন দাস মিত্র —এই সময়

Ei Samay

Editorial Team: **Sreeraj Mitra, Pamela Ghosh, Sukanyaa Chatterjee & Gurjeet Walia**
Creative Team: **Kolaz Infotainment**
Abha Surgy Centre 149/4 Biren Roy Road (West), Kolkata 700061, Phone: 98314 71220
Email: surgycentre.behala@gmail.com | Website: www.abhasurgy.com | Follow us on